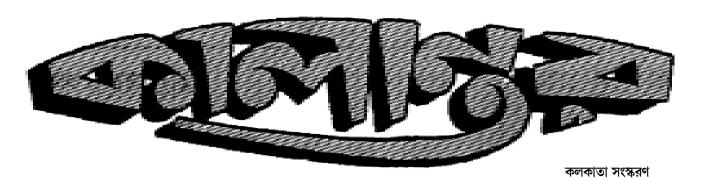


ঘৃষে গরু ঘুষ না দিলে কাজ হবে না। কিন্তু টাকা নেই তাঁর কাছে। অগত্যা সাধের গরুটিকেই সরকারি দপ্তরে নিয়ে গেলেন কর্নাটকের কৃষক পষ্ঠা ৫



ডুবে যাওয়া জাহাজে

মশলা ৫০০ বছর আগে ডুবে যাওয়া একটি রয়েল জাহাজ থেকে উদ্ধার

হল সংরক্ষিত মশলা পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ 🛘 ১৫২ সংখ্যা 🗖 ১২ মার্চ, ২০২৩ 🗖 ২৭ ফাল্পুন ১৪২৯ 🗖 রবিবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily ● KALANTAR ● Year 56 ● Issue 152 ● 12 March, 2023 ● Sunday ● Total Pages 8 ● 3.00 Per day ● Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017



শনিবার কলকাতায় আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের অভিনব কায়দায় বিক্ষোভ।

ফটো ঃ দিলীপ ভৌমিক

ভাহ ও

স্টাফ রিপোর্টার ঃ হাইকোর্টের নির্দেশের পর চাকরি গেল গ্রুপ সি পদের ৮৪২ জনের। শনিবার দুপুরে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিয়োগপত্র বাতিলের কথা জানিয়ে দিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ২০১৬ সালের গ্রুপ সি-র নিয়োগ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছিল। হাইকোর্টের নির্দেশেই তদন্ত শুরু করে সিবিআই। সেই তদন্তে উঠে আসে উত্তরপত্র বা ওএমআর শিট কারচুপির ঘটনা। অভিযোগ ওঠে নম্বর বাড়িয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সুপারিশ ছাড়াই চাকরি পেয়েছেন কেউ কেউ এমন অভিযোগও সামনে আসে। সেই মামলার শুনানিতেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৮৪২ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি বলেন, শনিবার দুপুর তিনটের মধ্যে ৮৪২ জনের নিয়োগপত্র বাতিল করতে হবে। সেই নির্দেশের পরই শনিবার দুপুর তিনটের আগেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে গ্রুপ সি পদের অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরি বাতিলের কথা জানিয়ে দিল পর্ষদ।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই অস্বস্তি বাড়ছে শাসকদলের। আধার পথে চাকরির খোঁজ মিললেই পড়তে হচ্ছে কোর্টের রোষানলে। একদিন আগেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে গ্রুপ সি–তে চাকরি গিয়েছে ৮৪২ জনের। যাদের চাকরি বাতিল হয়েছে সেই তালিকায় রয়েছে শিলিগুড়ির ছয় জন। শিলিগুড়ি গেটবাজারে এনজেপি রেলওয়ে কলোনি স্কুলে চাকরি করতেন প্রিয়ক্ষা দে। তিনিও খুইয়েছেন চাকরি। হাইকোর্টের রায় সামনে আসার পর এদিন স্কুলেও আসেননি তিনি। তাঁর বাড়ি দেশবন্ধু পাড়ায়। সেখানে তাঁর বিশাল অট্টালিকা সমানের পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করেও দেখা মেলেনি প্রিয়ঙ্কার। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিদ্ধার্থ শংকর বৈশ্য বলেন, গত শুক্রবার থেকে স্কুলে আসছেন না প্রিয়ঙ্কা। আদালতের নির্দেশ দেখেছি। কমিশন ও পর্ষদ যা নির্দেশিকা দেবে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করব। এই এনজেপি রেলওয়ে কলোনি স্কলের পরিচালন সমিতির সভাপতি স্থানীয়

্তৃণমূল নেতা পার্থ দে। তাঁর স্ত্রী রুবি রাহা দে স্থানীয় দেশবন্ধু বিদ্যাপিঠের গ্রন্থপ–সি কর্মী। তিনিও চাকরি খুইয়েছেন। চাকরি গিয়েছে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা দলের ডায়মন্ড হারবার টাউন সভাপতি অমিত সাহার। অমিতের খোঁজে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের গার্লস স্কুল রোডের বাড়িতে গেলেও পাওয়া যায়নি তাঁকে। অনেক ডাকাডাকি করেও দেখা মেলেনি তাঁর।

গ্রুপ সি নিয়োগ দুর্নীতিতে বরখাস্তদের তালিকায় নাম পাওয়া গেল মন্ত্রীর ভাইয়ের। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোর ভাই খোকন মাহাতকে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালতের এই নির্দেশের পর আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে গিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। মন্ত্রীমশাইয়ের প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি। গ্রুপ সি নিয়োগ দ্র্নীতিতে ৮৪২ জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে সেই তালিকা। তার মধ্যে ২৮৪ নম্বরে রয়েছে খোকন মাহাতোর নাম। তিনি রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোর ভাই।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, শ্রীকান্ত মাহাতো মেরে কেটে উচ্চ মাধ্যমিক পাস। দাদা মন্ত্রী হওয়ার পরেই চাকরি পান তিনি। ৫ বছর ধরে তিনি ঝাড়গ্রামের স্কুলে করণিকের চাকরি করছেন। সপ্তাহান্তে শালবনির বাড়ি ফেরেন তিনি। শুক্রবার বাড়ি ফিরেছিলেন। সন্ধ্যায় একটি বিয়েবাড়িতে যোগদান করেন। তারপর এলাকায় খোকনের চাকরি যাওয়া নিয়ে শোরগোল শুরু হয়। শনিবার সকাল থেকে খোকন বা তাঁর পরিবারের কারও সন্ধান পাওয়া যায়নি। বাড়িও তালাবন্ধ। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, খোকনবাবু উচ্চ মাধ্যমিক পাস। স্নাতক স্তরের পড়াশুনো শুরু করেও শেষ করতে পারেননি। সবাই জানত দাদার দাক্ষিণ্যেই ওর চাকরি হয়েছে। এব্যাপারে মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি স্থানীয় কোনও তৃণমূল নেতা।

ধর্মঘটে অংশ নেওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকদের ঢুকতে দেওয়া হলনা

নেপথ্যে রয়েছে শাসকদলের হাত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ডিএ পেলে তবেই স্কলে আসবেন। শুক্রবার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে স্কলে অনুপস্থিত থাকায় শনিবার এই কথা বলেই শিক্ষকদের ঢুকতে বাধা দিলেন অভিভাবকরা। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ির কুলবনি স্কুলের অভিভাবকদের এই বিক্ষোভের জেরে শিক্ষকদের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হল মাঠে। মাত্র ৬ জন শিক্ষক ঢুকতে পারলেন ক্লাসে। ডিএ ধর্মঘট সমর্থন করে যে ১৮ জন গরহাজির ছিলেন শুক্রবার, তাঁদের শাস্তি পেতে হল। প্রায় একই পরিস্থিতি কাঁথি, বর্ধমানেও।

শুক্রবার যৌথ মঞ্চের ডাকা ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে কেশিয়াড়ির কুলবনি স্কুলের ১৮ জন শিক্ষক অনুপস্থিত ছিলেন। আর শনিবার সকালে স্কুল খুলতেই সেই শিক্ষকদের স্কুলে ঢুকতে বাধা দিলেন অভিভাবকদের ও এলাকাবাসীরা। অভিভাবকরা শিক্ষকদের কাছে জানতে চান, শুক্রবার তাঁরা কেন স্কুলে আসেননি? শিক্ষকরা জানান, ডিএ-সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে ধর্মঘট ছিল, তাই আসেননি। তখনই অভিভাবকরা পালটা জানান, তাহলে ডিএ পেলে স্কুলে আসবেন। শনিবারও তাঁরা স্কুলে ঢুকতে পারলেন না।

এদিকে, কাঁথিতেও সরকারি ফতোয়া উড়িয়ে শুক্রবার সরকারি কর্মচারীদের ডাকা একদিনের ধর্মঘটে শামিল হওয়ায় এবার বহিরাগতদের রক্তচক্ষুর কোপে পড়লেন রামনগর ১ ব্লকের খাদালগোবরা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অভিযোগ,

শিক্ষকদের প্যান্ট খুলে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখার নিদান দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের স্কুলের বাইরে দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে সৈকত শহর দিঘা এলাকায়। শিক্ষকদের দাবি, ধর্মঘট সফল হওয়ায় প্রতিহিংসার পথে নেমে শনিবার বহিরাগতদের লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। তবে ১১টা ৪০ মিনিটের পর অভিভাবকরা গিয়ে বহিরাগতদের স্কুল খুলতে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদ করায় তাঁরা পিছু হটে বলে দাবি শিক্ষকদের।

জানা গিয়েছে, স্কুলের মোট ৬জন শিক্ষক রয়েছেন। তার মধ্যে ৫ জনই ডিএ–র দাবিতে ধর্মঘটে শামিল হয়ে স্কুল আসেননি শুক্রবার। ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যাওয়ায় ওই একজনই ক্লাস নিয়েছেন। এরপর শনিবার সকালে স্কুলে শিক্ষক–শিক্ষিকারা এসে পৌঁছলে তাঁদের স্কুল খুলতে বাধা দেওয়া হয় বহিরাগতদের পক্ষ থেকে। এমনকী শিক্ষিকাদের বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন বহিরাগতরা। এর ফলে দীর্ঘক্ষণ ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের বাইরে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয় বলেও উঠেছে অভিযোগ। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ফারুক আলি খান বলেন, আমরা ধর্মঘটে সামিল হওয়ার জন্যে স্কুলে আসবো না বলেই আগেই সার্কেল ইন্সপেক্টর কে ইমেলের মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়েছি। একজন শিক্ষক এসে ক্লাস করেছেন। ৫ জন ছাত্রছাত্রী স্কুলে এসেছিল। তাদের পুরো ক্লাস নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছু বহিরাগত মানুষ যারা ২ *পৃষ্ঠায় দেখুন*

মহিলা আসন সংরক্ষণ এবং নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে কলকাতায় বিশাল মিছিল স্টাফ রিপোর্টার : সংসদের

সহ রাজ্যের আইনসভাগুলিতে নারীদের শতাংশ আসন 99 করতে হবে পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সহ সার ভারতে নারীদের উপর সব ধরণের নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। শনিবার নারী সমন্বয় মঞ্চ বামপন্তী মহিলা সংগঠনগুলির ডাকে বিশ্ব নারী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত মিছিল থেকে এই দাবি জানানো হল। এদিন মিছিলে আরও যে দাবি জানানো হয়, সেগুলি হল সমকাজে সমমজুরি দিতে হবে, প্রকল্প-কর্মীদের জন্য ন্যুনতম মজুরি দিতে হবে, সকলের হাতে কাজ দিতে হবে। এদিন বিশাল মিছিল হয় মৌলালি মোড় থেকে পার্কসার্কাস ময়দান পর্যন্ত।

মিছিলে পা মেলান মহিলা সমিতির পশ্চিমবঙ্গ সম্পাদিকা শ্যামশ্রী দাস, সংগঠনের নেত্রী দেব, পারমিতা দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কণীনিকা ঘোষ, নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের সর্বাণী ভট্টাচার্য ও অগ্রগামী মহিলা সমিতির ডলি রায়। মিছিলে সাধারণ মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন মিছিল মৌলালি মোড় থেকে শুরু হয়। তারপর মিছিল এজেসি বোস রোড ধরে এন্টালি বাজার, ভূপেশ ভবন, জোড়া গীর্জা, রিপন স্ট্রিট মোড়, নোনাপুকুর ট্রাম ডিপে, মল্লিক বাজার মোড় হয়ে পার্কসার্কাস ময়দানে এসে শেষ হয়। এখানে একটি সংক্ষিপ্ত সভা হয়। সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়ে গেছি, এখনও দেশের সবক্ষেত্রে বিশেষ করে সংসদের উভয়কক্ষে নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত হয়নি। এখনও ভারতের রাজ্যগুলিতে সার্বিকভাবে আইনসভায় নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত হয়নি। রাস্তা-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে এবং কর্মস্থানে মহিলাদের উপর নির্যাতন বেড়েই চলেছে সারা দেশে, পশ্চিমবঙ্গেও। এরাজ্যে সেই যে শুরু হয়েছিল পার্কস্ট্রিটে তারপর আর থেমে থাকেনি। তারপর কামদুনি, কাটোয়া, বর্ধমান, কাকদ্বীপ, জলপাইগুড়ি, নদীয়ার হাঁসওলি নারী নির্যাতনের পর্দা ফাঁস করে দিয়েছে। নারীরা শাসকদল মদতপুষ্ট সমাজ বিরোধীদের দারা ধর্ষিতা সহ বিভিন্নভাবে নিৰ্যাতিত হচ্ছেন। স্থানীয় থানাতে অভিযোগ দায়ের



শনিবার কলকাতায় নারীদিবস উপলক্ষে মহিলাদের দৃপ্ত মিছিল।

বিধানসভায় প্রথম পা রেখেই দাবি বাইরনের

আজ আমি একা, সংখ্যাটা দ্রুত ১০০ হবে

স্টাফ রিপোর্টার : সাগরদীঘি উপনির্বাচনে জেতার পর শনিবার প্রথম বিধানসভায় এলেন বাইরন বিশ্বাস। বাম–কংগ্রেস জোটের জয়ী প্রতিনিধি বিধানসভায় এসে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে কিছুক্ষণ আলোচনার পর তিনি বেরিয়ে আসেন। সাগরদীঘিতে তৃণমূল কংগ্রেসের নৌকা ডুবিয়েছেন বাইরন বিশ্বাস। আবার তিনিই এখন শিবরাত্রির সলতের মতো বিধানসভায় কংগ্রেস বিধায়ক বলতেও একমাত্র সদস্য।

এসে তিনি অধ্যক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সরাসরি আগে দেখা করেন। তারপর বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আজকে প্রথমবার বিধানসভায় এলাম। আমার সঙ্গে ম্পিকারের কথা হলো। উনি বললেন আমার শপথের ব্যাপারে রাজভবন থেকে কোন মেসেজ বা চিঠি আসেনি। আসলে আমাকে জানাবেন। খুব ভাল অনুভূতি। খুব ভাল লাগছে আমার। আমি যেসব প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিলাম জনসাধারণকে সেই সব প্রতিশ্রুতির দাবি রাখব বিধানসভায়। সব কাজই হবে। আশা করি, আমাকে কাজ করতে সাপোর্ট করবে সরকার।

বিধানসভায় তো আপনি একা। পারবেন তো?

জবাবে বাম-কংগ্রেসের জোটের প্রতিনিধি বলেন. আজকে হয়তো আমি একা। সংখ্যাটা খুব তাড়াতাড়ি ১০০ হবে। কেমন করে হবে? বিধায়ক কিনে? উত্তরে সাগরদীঘির বিধায়ক বলেন, কিনব কেন? মানুষ পরিবর্তন চাইছে, কংগ্রেসকে চাইছে। স্বচ্ছ ভোট হলে অনেক আসন আমাদের বাড়বে। সাগরদীঘি উপনির্বাচনে জেতার পর বাইরন বলেছিলেন, তৃণমূল আমায় কিনতে পারবে না। আমি তৃণমূলকে কিনে নেব।

বাইরন বিশ্বাস আজই প্রথম বিধানসভায় পা রাখলেন। তাঁকে সঙ্গে করে বিধানসভায় এসেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের দুই প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র এবং নেপাল মাহাত। স্বাধীনতার পর প্রথম, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস শূন্য হয়ে গিয়েছিল। বাইরনের জয়ের পর পাঁচবছর কংগ্রেস শুন্য থাকছে না বিধানসভায়। আইএসএফের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে বিধানসভায় এসেছেন। শুধু বাম কোনও প্রার্থী এখনও নেই। বাম–কংগ্রেস জোট প্রার্থী হিসাবেই সাগরদীঘির ৫০ হাজারের হারা আসন ২৩ হাজার ভোটে জিতেছেন বাইরন। তাই তাঁর আত্মবিশ্বাস, একা বিধানসভায় এসে শনিবার ১০০ আসনের স্বপ্ন দেখাতে চাইলেন বাইরন।

বাইরনের শপথ নিয়ে টালবাহানার

শনিবার বিধানসভায় এসেছিলেন তিনি। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্ত জেতায় পর বেশ কয়েকদিন হলেও এখনও বিধায়ক হিসেবে তাঁর শপথগ্রহণ হয়নি তাঁর। কেন? বাইরন বিশ্বাস সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন, এখনও বিধানসভায় রাজ্যপালের তরফে শপথের কোনও বার্তা আসেনি। এরপরই এদিন বিকেলে বাইরন বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে রাজভবনে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। ছিলেন প্রাক্তন দুই বিধায়ক অসিত মিত্র, নেপাল মাহাত ও কৌস্তভ বাগচী। সেখান থেকে বেরিয়ে অধীর বলেন, বাইরন জিতেছে ২ তারিখ। আজ ১১ তারিখ। এখনও বিধানসভার বাইরে। স্পিকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি বলছেন,

স্টাফ রিপোর্টার : সাগরদিঘির উপনির্বাচনে জয়ী রাজভবন থেকে নোটিশ আসছে না। রাজভবন হয়েছেন বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস। থেকে যাতে বিজ্ঞপ্তি তাড়াতাড়ি যায়, সেই আবেদন রাখতেই রাজভবনে আসা।

> এছাড়া কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে যাতে আগামী পঞ্চায়েত ভোট করা হয় সেদিকটিও রাজ্যপালকে খতিয়ে দেখার অনুরোধ করা হয়েছে হাত শিবিরের তরফে। বিধায়কদের শপথগ্রহণের বিষয়টি পরিষদীয় দফতর থেকে রাজভবনে পাঠানো হয়ে থাকে। তারপর রাজভবন থেকে সেই মতো নোটিফিকেশন জারি হয়। বাইরনের ক্ষেত্রে কী হয়েছে? রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, তাঁর দফতর থেকে রাজ্যপালের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। রাজ্যপালের অনুমোদন এসে গেলেই শপথগ্রহণ হবে। রাজ্যপাল নোটিশ এক ঘণ্টার মধ্যেও দিতে পারেন আবার এক মাস পরেও দিতে পারেন। পুরোটাই রাজ্যপালের উপর নির্ভর করছে।

ত্রিপুরার রাজ্যপাল সকাশে সফররত সংসদীয় দল

অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের ৪দফা দাবিসনদ পেশ

আগরতলা থেকে বিক্রমজি সেনগুপ্তঃ ত্রিপুরায় রাজ্যের বাম– কংগ্রেস নেতারাও তাঁদের সাহায্য নির্বাচনী ফল ঘোষণার সঙ্গেসঙ্গেই রাজ্যব্যাপী বাম-কংগ্রেস সহ বিরোধীদের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালাচ্ছে বিজেপি। বিরোধী ভোট ভাগের সুযোগে কোনোক্রমে পুনরায় ক্ষমতায় এসেই তান্ডব চালাতে থাকে। এই তান্ডবে বিভিন্ন এলাকায় অন্তত ৪জনের মৃত্যুও ঘটেছে। বহু মানুষ আহত, ক্ষতিগ্ৰস্ত, এলাকাছাড়া, ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে শনিবার বাম–কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সংসদীয় দল রাজ্যপাল সত্যেন্দ্র নারায়ণ আর্য সকাশে যান এবং অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানান। রাজ্যপালকে তাঁরা বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ দিয়ে পরিস্থির নিরসনে ৪ দফা দাবিপত্র পেশ করেন।

প্রসঙ্গত, এই ঘটনা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে বাম–কংগ্রেসের ৮ সদস্যের সংসদীয় দল শুক্র ও শনিবার ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন ও আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে তাঁরা বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকায় যান। সঙ্গে

করেন। আশ্চর্যের হল সফরকারী সংসদীয় দলকেও দলকেও বিজেপি দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সোহনপুর এবং বিশালগ। নেহালচন্দ্র নগর। যেখানে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে বাম কংগ্রেস সংসদীয় দলের উপর বিজেপি দুষ্কৃতীদের আক্রমণ ঘটে। শুক্রবারই এর প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেন বাম–কংগ্রেস নেতৃত্ব। আক্রান্তদের পাশ ছাড়বেন না বলে ঘোষণা করেন।



শনিবার ত্রিপুরার রাজ্যপাল সকাশে বাম-কংগ্রেস সংসদীয় দল। ফটো ঃ প্রতিবেদক

পুলিসের

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

গেলে

করতে

কলকাতা/১২ মার্চ, ২০২৩

বিশিষ্ট কবি শ্যামল সেন প্রয়াত



: বিশিষ্ট কবি. প্রাবন্ধিক ও চিত্র সমালোচক শামল সেন প্রয়াত হয়েছেন। গত ১০ মার্চ রাত ১০টায় বাইপাস একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, কন্যা ও জামাতাকে।

বাংলাদেশের

ফরিদপুর জেলায় ১৯৪৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তার নিজের ভাষায় তিনি আকালের সন্তান। জীবনে চরম দারিদ্র ও নানা ওঠা-পড়ায় নিজেকে গড়ে তুলেছেন। আজীবন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। সমাজতন্ত্রই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর প্রথম কবিতা 'মাটি ও মানুষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দুই বাংলার নানা পত্ৰ-পত্ৰিকায় লিখেছেন। কবিতা, কাব্যনাটক অনুবাদ ছাড়াও জাতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র এবং রবীন্দ্র ভাবনা, রবীন্দ্রনাথের গান বিষয়ক নানা গদ্য রচনা পাঠক মহলে স্বীকৃত। তাঁর কবিতার লিরিক মেজাজের সাথে মিশে থাকে তির্যকতার সুর। ১৯৭২ সালে আরবিআই ইউনিউন আয়োজিত কবিতা প্রতিযোগিতায় কবি মনীন্দ্র রায়ের বিচারে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান শিলিগুড়ির নাট্যজগৎ পত্রিকার পক্ষে ১৯৮২ সালে প্রদান। ১৯৮৯ সালে ক্ষুদ্র পত্রিকা মৈত্রী সমিতির পক্ষ থেকে সামগ্রিক কবিকৃতির সম্মান সাহিত্য অ্যাকাদেমি (১৯৯৩) কবিতা 'সমুচ্চয়'-এ 'এই হাতে' বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। পরিচয় পত্রিকায় তার কবিতা প্রকাশ পায়। ১৯৯৪ সালে ঢাকার বাংলা অ্যাকাডেমি আয়োজিত কবি সম্মেলনে আমন্ত্রিত কবি হিসাবে যোগদান। প্রকাশিত গ্রন্থ 'মেরুবুত্তে সময়ের ক্রোধ', 'নিশাকালের স্বরধ্বনি', 'বধ্যভূমির সিংহাসন', 'আংলা দিনের বাংলা', 'কলকাতা আমার কলকাতা', 'মন্ত্র তার শব্দের কুঠার', 'জলের অক্ষরে লেখা'। কাব্য নাটকের মধ্যে 'মধ্যাহ্নের পদাবদলী', 'আত্মীয় জলকণা',

সংঘের সদস্য ছিলেন। ষাটের দশকের শেষ দিকে শ্যামল সেন কর্মসূত্রে যোগ দেন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়। সে সময়ের উত্তাল ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনে ছিল তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ। এর পাশাপাশি ব্যান্ধ কর্মচারীদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন শ্যামল সেন। সুভদ্র এই মানুষটি তাঁর অমায়িক আচরণের মধ্যে দিয়ে সহজেই কর্মী বন্ধুদের আপন করে নিতে পারতেন।

'নিহত রাত্রির কণ্ঠস্বর'। অনুবাদ

'চিনের

কিশোর গল্প'। প্রবন্ধের বই 'কথা

না কথার সইসাবুদ'। কর্মসূত্রে

তিনি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ার

অফিসার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

'দিঠি' নামক একটি স্বেচ্ছাধীন

মনন চর্চা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা

ছিলেন। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী

সম্পাদনা

কালজয়ী

মাধ্যমিকে ছাত্রের সংখ্যা তুলনায়

মার্চ থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষায় এবার রাজ্যের সব জেলাতেই এগিয়ে গেল ছাত্রীরা। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২৩ টি জেলাতেই ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি ছাত্রদের তুলনায়। এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৫২হাজার, যা গতবারে তুলনায় এক লক্ষ ৭ হাজার বেশি। গত বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার। এ'বছর ছাত্রদের সংখ্যা ৪২.৫৭ শতাংশ এবং ছাত্রীদের সংখ্যা ৫৭.৪৩ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ১৪

শিক্ষা পরিসংখ্যান সংসদের এ'বছর মোট ছাত্র ৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৭১ জন, ছাত্রী পরীক্ষার্থীর লক্ষ ৮৯ হাজার এ'প্রসঙ্গে বলতে শিক্ষা উচ্চমাধ্যমিক সংসদের চিরঞ্জীব সভাপতি ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্য সরকার ছাত্রীদের জন্য একাধিক প্রকল্প এটা তারই প্রতিফলন বলে মনে হয়। এ'বছর মোট ২৩৪৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। সকাল দশটা থেকে দুপুর ১ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত হবে পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রত্যেকটি পরীক্ষা হলে দু'জন করে নজরদারির জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবারও বাংলা ইংরেজি হিন্দি ও অলচিকি এই চার ভাষায় প্রশ্নপত্র করা হচ্ছে বলেই জানিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

এবছর প্রায় ১৪০০ জন প্রধান পরীক্ষক এবং ৫৫ হাজার পরীক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য। সংসদের তরফ থেকে চালু করা হয়েছে কণ্টোল রুমও। ২৩৩৭০৭৯২ এই কন্টোল রুম থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত যে–কোনও সহযোগিতা পাবেন ছাত্র–ছাত্রীরা বলেই সংসদ জানিয়েছে। এদিন সংসদের তরফে পরীক্ষার্থীদের গুজবে কান না দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা নিয়েও একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে সংসদ। পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল আটকাতেও তিন দফা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সংসদের

মাতলামির প্রতিবাদ করায়

প্রতিবাদীকে মালদহে

নিজম্ব সংবাদদাতা : অপরাধ অবস্থায় বাড়ির সামনে ভাষায় গালিগালাজের করেছিলেন। প্রতিবেশী যুবককে ধমক দিয়ে বাড়ির সামনে থেকে সরে যেতে বলেছিলেন। এরই চরম খেসারত দিতে হল প্রতিবাদীর পরিবারকে। মদ্যপ অবস্থায় গালিগালাজের প্রতিবাদ করায় বৃদ্ধকে পিটিয়ে খনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় আহত হয়েছে একই পরিবারের আরও ২জন। মালদহের কালিযাচ়ক মধুঘাট এলাকায়

পরিবার ও পুলিস সূত্রে জানা

গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধ উদয় মণ্ডল আহত হয়েছেন স্ত্ৰী তরুলতা মণ্ডল(৫৫) ও ছেলে উৎপল মণ্ডল। তরুলতা মণ্ডল মেডিক্যাল মালদহ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উৎপল মণ্ডল মালদহের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, হোলির রাতে মদ্যপ অবস্থায় প্রতিবেশী প্রতাপ চৌধুরী গালিগালাজ করছিল মণ্ডল পরিবারের বাড়ির সামনে। দীর্ঘক্ষণ ধরে কুকথা সহ্য করতে পারেননি। সেইসময় প্রতিবাদ করেন উদয় মণ্ডল। এ'নিয়ে শুরু হয় বচসা ও অশান্তি। এরপরেই বৃদ্ধকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করে অভিযুক্ত প্রতিবেশী। বৃদ্ধকে বাঁচাতে যায় ছেলে ও স্ত্রী। তাঁদেরকেও ধারাল অস্ত্র দিয়ে

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত শ্রমিক কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্য স্তরে শ্রমিক কনভেনশন ২০ মার্চ বিকেল ৫টা শ্রমিক ভবনে

সিআইটিইউ রাজ্য দপ্তর অডিটোরিয়াম কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও দুই ২৪ পরগনার ইউনিয়নগুলোর সদস্যদের উপস্থিত থাকবেন

> উজ্জ্বল চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক প ঃ বঃ কমিটি এআইটিইউসি

কোপানো হয় বলে অভিযোগ। গত দু'দিন ধরে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে কাৰ্যত পাঞ্জা লড়ছিলেন প্ৰতিবাদী। কিন্তু, আর বাড়ি ফেরা হল না। চিকিৎসা চলাকালীন শুক্রবার সকালে মৃত্যু হয় উদয় মণ্ডলের। মতদেহ ময়না তদন্তের মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এই ঘটনার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিস। ঘটনায় সরব হয়েছেন এলাকার মানুষজন। পুলিসের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তাঁরা। জানিয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফের বিসি রায়ে শিশুমৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : বিসি রায় শিশু হাসপাতালে আরও এক শিশুর মৃত্যু। শনিবার ভোরের দিকে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর হেলেঞ্চা এলাকার বাসিন্দা ওই শিশুপুত্রের বয়স ৭ মাস। ওই শিশু আইসিইউয়ে চিকিৎসাধীন ছিল। ৯ দিন ধরে ভর্তি ছিল সে। এর আগে তাকে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জ্বর ও শ্বাসকষ্টের জেরে মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। আইসিএমআর নাইসেডের সমীক্ষায় ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। অ্যাডিনো সংক্রমণে শীর্ষে বাংলা। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে নাইসেডের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে স্বাস্থ্যভবন। অ্যাডিনোর তীব্রতা এখন কমেছে। তবে কেন এমন হল? কীসের ভিত্তিতে এই সমীক্ষা। সে সব জানতে চেয়ে নাইসেডের কাছে রিপোর্ট চাইবে স্বাস্থ্য ভবন। জানিয়েছেন স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম।



হাওডায় তিনকপাটির মোডে সিপিআই'এর প্রতিবাদ সভা।

ফটো : নিজস্ব

ও রাজ্যের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে

নির্বাচনের ওপর ফলাফল প্রকাশের পর লাগাতার ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়ে সরকারি প্রদান দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর আঘাত হানার তদন্ত দাবি করে এবং সমগ্র পশ্চিম বাংলায় নৈরাজ্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা রাজ্য সরকারে আসীন এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষায় শনিবার હ দক্ষিণ সাঁকরাইল শাখার উদ্যোগে তিনকপাটী সভা হয় সংলগ্ন স্টার ক্লাবের

করা হল

জন বিরোধী বাজেট, ত্রিপুরায় করেন হাওড়া জেলা পরিষদের শ্যামল নস্কর। ব্যক্তব্য রাখেন মানিকপুর শাখা সম্পাদক পলাশ মন্ডল, দক্ষিণ সাঁকরাইল সম্পাদক আব্দুল কাদের লস্কর, খেতমজুর ইউনিয়ন নেতা ঘোষ, হাওড়া জেলা মহঃ সবীর পরিষদের সদস্য মন্ডল এবং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ গাঙ্গুলী। এছাড়াও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য সঞ্জয় দাস ও জেলার বর্ষীয়ান সুবীর মন্ডল এবং সুরাবদ্দিন শেখ প্রমুখ। জেলা

বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি তার বার্তায় কেন্দ্র রাজেরে দুই সরকারের সমালোচনা করে বলেন এরা

একে অন্যের পরিপূরক, মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ বলা চলে। বর্তমান আইএসএফ নৌসাদ সিদ্দিকী সহ তার দলের কর্মীদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা এবং গত মাসে আইনজীবী কৌস্তুভ বাগচীর বাডিতে মধ্য রাতে পুলিসি হানা এবং অতঃপর অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের নিন্দা তিনি সাগরদীঘি দেখিয়েছে স্থৈরাচারীর লড়াইয়ে সব বামপন্থী ও ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তিকে একত্রিত করে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। ভারতীয় গণসংসস্কৃতি সংঘের রাজ্য পরিষদের সদস্য আব্দুল কাদের লম্বরের সংগীত দিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জমি বিতর্ক, খালি আইসিডিএস কেন্দ্র

নিজম্ব সংবাদদাতা সময় ধরেই চলছিল অশান্তি। আদালতের নির্দেশে খালি করে দেওয়া হল পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে এরুযারের সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প অর্থাৎ আইসিডিএস কেন্দ্র। ব্যক্তিগত জায়গায় ওই কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালত ওই জমি প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার রায় দেয়। সেই রায় কার্যকর করল প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের বাসিন্দা আজিজা বিবির কাছ থেকে দু'কাটা পরিমাণ জায়গা কিনেছিল জিয়ার মহম্মদ। সেই জায়গা জিয়ার মহম্মদ আইসিডিএসকে দান করে ২০১৪ সালে। এরপর সেখানে ২০১৫ সালে একটি সরকারি আইসিডিএসের বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়। তারপর থেকে সেখানে শুরু হয় আইসিডিএস এর পঠনপাঠন ও রান্না করা খাবার দেওয়ার কাজ।

অপরদিকে আজিজা বিবি মারা যাওয়ার পর তাঁর মেয়ে় সামিনা বেগম চৌধুরী দাবি করেন যে, সেই জায়গা তাঁর নামে রয়েছে। তিনি নিজের জায়গা ফেরাতে গেলে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। এরপর তিনি দ্বারম্থ হন আদালতের। আদালত ওই জায়গা খালি করে শামিনা বেগম চৌধুরীকে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতেই জায়গা খালি করে দেয় আইসিডিএস।

জিয়ার মহম্মদ বলেন, আমি সরকারকে দু কাটা জায়গা দিয়েছিলাম আইসিডিএস করতে। যখন আইসিডিএস নিৰ্মাণ হলো তখন আজিজা বেগম বা তার মেয়ে সামিনা বেগম চৌধুরী কেন বাধা দিলেন না। এত বছর পর তাঁরা কেন বলছে তাঁদের জায়গা। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন তাঁর মা। জায়গা রেজিস্ট্রি করব বলে করেনি। তার প্রমাণ আছে আমার কাছে। তাঁর ব্যাক্ষে অ্যাকাউন্টে আমি টাকা দিয়েছি। এখন আজিজা বিবি মৃত, তাই তাঁর মেয়ে সেই কথা অস্বীকার

ধরনা–মঞ্চে ডিএ আরও

স্টাফ রিপোর্টারঃ কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে হবে। এই দাবিতে প্রতিবাদ চলছে রাজ্য জুড়ে। অনশনে সামিল হয়েছে একাধিক সরকারি কর্মীদের সংগঠন। অনশনের জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেকেই। তা সত্ত্বেও মঞ্চ ছাড়তে রাজি নন কেউ। খোদ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস অনশন প্রত্যাহারের আর্জি জানালেও কোনও লাভ হয়নি। এবার সেই অনশন মঞ্চেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন আরও একজন। শনিবার ভোরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দীপু মুখোপাধ্যায়। নিয়ে যাওয়া হয়েছে হার্ট ক্লিনিকে। এদিন সকালে আচমকাই মাথা ঘুরে যায় তাঁর।

সাত দিন হল অনশনে অংশ নিয়েছেন ওই ব্যক্তি। শনিবার ভোর ৫টা ৪০ মিনিট নাগাদ বাথরুমে গিয়েছিলেন দীপু। সেখানেই হঠাৎ মাথা ঘুরে তিনি পড়ে যান। সুগার ও প্রেসারের সমস্যা ছিল তার। সেই অবস্থাতেই অনশনে বসেছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গীরাই এদিন তড়িঘড়ি তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। অ্যাম্বল্যান্সের ব্যবস্থা করে হার্ট ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে জানা

এর আগে প্রায় ২৪ দিন ধরে অনশন চালানোর পর অসুস্থ হয়ে পড়েন যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। তাঁকেও সল্টলেকের হার্ট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছিল। গত রবিবার ধরনা মঞ্চেই আচমকা জ্ঞান হারান তিনি। পরে দেখা যায় তাঁর রক্তচাপ অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করছিল। আগেও একাধিকবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। তবে কোনও অবস্থাতেই অনশন প্রত্যাহার করতে রাজি হননি। কয়েকদিন আগেই অনশন প্রত্যাহার করার আর্জি জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি দাবি করেছিলেন, এভাবে আন্দোলন চলতে থাকলে একে একে সরকারি কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তারপরও আন্দোলন জারি রয়েছে। শনিবার ছিল আন্দোলনের ২৯ দিন।

আলিয়াকে ধ্বংস যজ্ঞ থেকে বাঁচাতে আন্দোলন গড়ার আহ্বান 'আওয়াজ'-এর

স্টাফ রিপোর্টার: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসযজের হাত থেকে বাঁচান। এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে দিকে দিকে আন্দোলন গড়ে তুলুন। শুক্রবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বাম প্রভাবিত 'আওয়াজ' নামে একটি সংগঠন এই আওয়াজ তুললো এদিন সংগঠনের ডাকে দুপুর ২ টো থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত বিক্ষোভ অবস্থান হয়। বিক্ষোভ অবস্থানে আরও যে দাবিগুলি করা হয় সেগুলি হল, অবিলম্বে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসি গাইডলাইন মেনে পূর্ণ সময়ের জন্য স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত সম্পত্তি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করতে হবে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত পরিকাঠামো যেমন— হোস্টেল, খেলার মাঠ নির্মাণে রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে, গবেষণা সহ অন্যান্য বিষয়ে রাজ্য সরকারকে আর্থিক দায়িত্ব নিতে হবে, ইউজিসি স্বীকৃত ন্যাক পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে করতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শূন্যপদে মেধার ভিত্তিতে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং অন্যান্য শিক্ষা-কর্মী শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে। দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য বলেন, 'আওয়াজ'-এর রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক সাইদুল হক, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রুহুল আমিন গাজী, মহম্মদ নওসাদ।

এদিন নেতৃবৃন্দ বলেন, আলিয়াকে ধ্বংস যজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ছাত্র নেতা আনিস খানকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। কেউ যেন মনে না ভাবে আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছে। শত শত আনিস খান রয়েছেন। আবার আন্দোলন শুরু হল। চলতে থাকবে।

দরীতির নিয়োগ সরেছে রাজ্যেও ভন

স্টাফ রিপোর্টার : নিয়োগ দুর্নীতির টাকা সরেছে ভিন রাজ্যে। সিবিআই তদন্তে এমনই ইঙ্গিত মিলল। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে ধৃত এসএসসি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য নিয়োগ দুর্নীতি থেকে আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছেন এমনটাই শুধু নন, তিনি ভিন রাজ্যেও টাকা সরিয়েছেন বলে সিবিআই সূত্রে খবর। তারই এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মাধ্যমে ভিন রাজ্যে লাভের টাকা বিনিয়োগ করেছেন সুবীরেশ, দাবি সিবিআইয়ের। এই সূত্র ধরেই আগামী দিনে সুবীরেশের ওই আত্মীয়ের বয়ান রেকর্ড করতে চাইছে সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য শিক্ষক থেকে অশিক্ষক কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বারে বারে আদালতে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দাবি করেছে সিবিআই।

এবার এই সুবীরেশ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ভিন রাজ্যে টাকা সরানোর অভিযোগ আনল সিবিআই। আত্মীয়ের মাধ্যমে কোথায় কত লগ্নি করা হয়েছে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এমনকি তার ওই আত্মীয় কতখানি লাভবান হয়েছেন সেই বিষয়টিও দেখছে সিবিআই। প্রসঙ্গত নিজের আত্মীয়কে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল প্রাক্তন এসএসসি চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। কম নম্বর পেয়েও গ্রুপ সি পদে নিযুক্ত হয়েছেন সুবীরেশের আত্মীয়।

এই তথ্য সামনে আসতেই সুবীরেশের ওই আত্মীয়কে তলব করে বয়ান রেকর্ড করেছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, স্কুলের ক্লারিকাল পদে নিয়োগের জন্য গ্রন্থপ–সি পদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল এসএসসি। আর তাতেই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। কী অভিযোগ? সিবিআই তরফে দাবি করা হয়েছে, টাকার বিনিময়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক অযোগ্য ও অনুত্তীর্ণ প্রার্থীদের। আবার কারও চাকরি হয়েছে বড় কর্তাদের সুপারিশে। নিজের পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে কম নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও গ্রুপ সি পদে নিজের আত্মীয়র নিয়োগ সুনিশ্চিত করেছিলেন সুবীরেশ ভট্টাচার্য বলে অভিযোগ সিবিআইয়ের।

নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে কলকাতায় বিশাল মিছিল

১ পৃষ্ঠার পর অসহযোগিতা। নারীকে বলা হয় অর্ধেক আকাশ। পৃথিবীর সমস্ত ক্ষেত্রে, দেশ গড়া, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, সমাজ গড়া ও সামাজিক আন্দোলনে দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। নারীদের উপর নির্যাতন হলে আমাদের নারী মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এণ্ডলো সামান্য ঘটনা। এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? তাই নারী অধিকার আদায়ে লড়াই-আন্দোলন ছাড়া কোনও পথ নেই।

উল্লেখ্য, ৮ মার্চ ছিল বিশ্ব নারী দিবস। কিন্তু ঐদিন হোলি উৎসব থাকায় দিবসটি পালন করা হয়নি। ৯ মার্চ সরকারি কর্মচারিদের ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল ছিল। তাই দিনটি উদযাপনে কলকাতায় নারী স্বাধিকার সমন্বয় মঞ্চ এবং বামপন্থী মহিলা সংগঠনগুলির ডাকে শনিবার কলকাতায় বিশাল মিছিল হল। নারী সমন্বয় স্বাধিকার সমন্বয় মঞ্চ ও বামপন্থী নারী সংগঠনগুলি কলকাতা জেলা কমিটি এই মিছিলের আয়োজক হলেও রাজ্য নেতৃত্ব এই কর্মসূচিতে ছিলেন।

শাসকদলের

অভিভাবক নন তারা এদিন স্কুলে এসে মারমুখী আচরণ করেন। স্কুল খুলতে বাধা দেন।

বর্ধমানের দেওয়ানদিঘির নরেন্দ্রনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়েও একই ারিস্থিতি। সকালে পড়ুয়ারা স্কুলে গিয়ে দেখেন, তালা বন্ধ। এই স্কুলে ২৫০ জন পড়ুয়া। শুক্রবার স্কুলের শিক্ষকরা ধর্মঘটে শামিল হবেন বলে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর শনিবার স্কুলে গেলে তাঁদের ঢুকতে বাধা দিয়ে তালা আটকে রাখেন অভিভাবকরা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর গাছতলায় দাঁড়িয়েই ছাত্রছাত্রীদের একপ্রস্থ পড়ান শিক্ষক সুব্রত সেন। কিন্তু এদিন আর অন্যান্য ক্লাসই হল না। অভিযোগ, অভিভাবকদের নেপথ্যে রয়েছে শাসকদলের হাত। তা না হলে অভিভাবকদের এত সাহস হত না।

मित्रिमनम (अय

১ পৃষ্ঠার পর সকাশে গিয়ে সংসদীয় প্রতিনিধিদল পরিস্থিতি নিরসনে তাঁর হস্তক্ষেপ দাবি করেন। এবং ৪ দফা ডাবিসনদ পেশ করেন। সেই ৪ দফার মধ্যে দাবি করা হয় (১) অবিলম্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমগ্র প্রশাসনকে নিযুক্ত করতে হবে। বিজেপি'র সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। (২) সকল দোষীদের গ্রেপ্তার করতে পুলিসকে অধিকার দিতে হবে। (৩) বহুস্থানে অটো ও মোটর রুট বন্ধ করে দিয়ে চালকদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। এমনকি, তাঁদের গাড়ি জ্বালিয়েও দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে সেইসব রুটে গাড়ি চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। (৪) সকল ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ এবং আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।

দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে ঝাঁপ আইনজীবীর

স্টাফ রিপোর্টারঃ পারিবারিক অশান্তির জের। সেই কারণেই সাত সকালেই দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তি পেশায় একজন আইনজীবী তাঁর নাম মহম্মদ আরিফ আনসারি। বাড়ি কাঁকুড়গাছিতে।

সূত্রের খবর, শনিবার সকালে বাইক নিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে এসে পৌঁছন তিনি। তারপর রেলিং ধরে ঝুলতে থাকেন। তাঁকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে মোতায়েন থাকা ট্রাফিক পুলিসকর্মীরা। তাঁরা অনেক বুঝিয়ে ওই ব্যক্তিকে ঝাঁপ দেওয়া থেকে আটকানোর চেষ্টা করেন।

কিন্তু আরিফ আনসারি কারও কথায় কানে তোলেননি। সেতুতে দাঁড়িয়ে তিনি পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। তারপরেই ঝাঁপ দেন গঙ্গায়। তাঁর খোঁজে গঙ্গায় তল্লাশি চালাতে শুরু

তবে এখনও পর্যন্ত আরিফের খোঁজ মেলেনি বলেই জানা গেছে। সূত্রের খবর, বছর তিনেক আগে বিয়ে করেছিলেন আরিফ। তাঁর একটি সন্তানও রয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা হয় তাঁর। তারপরেই দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে এসে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন তিনি।

রবিবারের পাতা

সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা একজন লেখক সমরেশ বসু

À হূণরাজ এটিলা

সমরেশ বসু যিনি একসময়

ভিম বেচে দিন যাপন

করতেন। ইছাপুর বন্দুক

কারখানায় তিনি জীবিকা

নির্বাহের তাগিদে কিছুকাল

চাকরিও করেছিলেন। তিনি

ট্রেড ইউনিয়ান ও ভারতীয়

কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য

ছিলেন। কমিউনিস্ট

আন্দোলনে জড়িয়ে তিনি জেল

বন্দি হয়েছিলেন। জেল থেকে

ছাড়া পাওয়ার পর স্বাভাবিক

কারণে তাঁর চাকরিটাও

হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু তিনি

কখনো থেমে যাননি। তিনি

ছিলেন উপনিষদের চরৈবেতী

বস্তিপাড়ায় টিনের ঘরে থাকতেন

মন্ত্রে দীক্ষিত। নৈহাটির

। সেই সময় তিনি ক্রমে

উঠেছিলেন। তিনি লেখার

তাডণায় লিখতেন না বরং

ধারণ করেছিলেন। এরকম

ব্যতীক্রমী এবং বিপ্লবী

জীবিকা নির্বাহের তাগিদে লেখনী

জীবনধারায় সাহিত্য সাধনা যে

বিলাসিতার উপকরণ হতে পারে

না তা তিনি নিজগুণে প্রমাণ

করে দিয়েছিলেন। লেখনী ছিল

তার অস্ত্র যার সাহায্যে তিনি

নিজেকে প্রথম সারির একজন

প্রতিষ্ঠিত লেখকদের তুলনায়

এখনো তাঁর উপন্যাসগুলি

তুলেছিলেন। তার সমকালীন বহু

তিনি অনেকটাই ছিলেন এগিয়ে।

পাঠকের কাছে সমান জনপ্রিয়।

লেখনীর মাধ্যমে তিনি নিজস্ব

সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে

পেশাদার লেখক হয়ে

একটি ঘরাণা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি একের পর এক সৃষ্টি করেছিলেন কালজয়ী উপন্যাস। উপাদান সংগ্রহ করতেন তাঁর দুচোখে দেখা চলমান জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি মাত্র একুশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন যার নাম 'নয়নপুরের মাটি'। তাঁর রচিত প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১) যা তিনি জেলে বসে লিখেছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম গল্প 'আদাব' একটি

অবিস্মরণীয় সৃষ্টি । নানান

অভিজ্ঞতা প্রসূত ছিল তাঁর

জীবন কাহিনী । সেই কারণে

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি

ছিলেন পেশাদার লেখক। নিজের

উপর প্রবল আত্মবিশ্বাস ব্যতীত

এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে

পারতেন কিনা তা নিঃসন্দেহে

প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। সুতরাং

সহজেই অনুমিত যে, তিনি

ছিলেন বিরল প্রতিভার অধিকারী

। এক কথায় তিনি ছিলেন প্রকৃত

অর্থে সাহিত্যসিদ্ধ লেখক। তাঁর

সাহিত্য সৃষ্টিতে খুব বেশি করে

ফুটে উঠেছিল সাধারণ নিম্নবিত্ত

শ্রমিক বস্তির মানুষের জীবন

আলেখ্য। সামাজিক প্রক্ষাপটে

তিনি সেই জীবনযাত্রার কথা

অনুকরণযোগ্য। শুধু তাই নয়

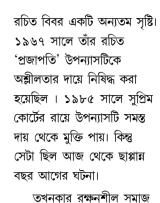
তাঁর উপন্যাসে যৌনতাও স্থান

পেয়েছিল জীবনের স্বাভাবিক

নিয়ম মেনেই। সেই প্রক্ষিতে

সুনিপুন ভাবে উপস্থাপিত

করেছিলেন যা আজও



ব্যবস্থার কারণে তাঁকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করলেও আমার পূর্ণ বিশ্বাস ইদানীংকালের চূড়ান্ত সংস্কার বর্জিত সমাজ ব্যবস্থায় তাঁকে হয়তো এই অপবাদে হেনস্তা হতে হতো না। কালের নিয়মে এখন পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়ারাও রীতিমতো রাধা ভাবে বিভাবিত এবং প্রেম রসে সিক্ত। সূতরাং একটা কথা পরিস্কার যে, তিনি ছিলেন ভবিষ্যদ্রস্তা । সমাজ ব্যবস্থায় যে বিপুল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী তা তিনি অনেক আগে থেকেই ঠাহর করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। তিনি ছোটদের জন্যেও অজস্র গল্প কাহিনী রচনা করেছিলেন। ছোটদের জন্যেতার অন্যতম সৃষ্টি গোয়েন্দা গোগোল শুকতারা পত্রিকায় প্রকাশিত । পৌরাণিক চরিত্র শাম্ব লেখকের অন্যতম সৃষ্টি । কালকৃট ও ভ্রমর ছিল তাঁর দুই ছদ্মনাম । ছদ্মনামে তিনি একাধিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন । মানুষের দৈনন্দিনন জীবনের একঘেয়েমি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মানুষ খোঁজে শান্তির উপায় সেখানে জাগতিক কামনা বাসনাও তুচ্ছ তাঁর রচিত অমৃত কুম্ভের সন্ধানে বাস্তব অভিজ্ঞতায় জাড়িত একটি অনবদ্ধ উপন্যাস। জীবনের অন্তিম পর্বে তিনি প্রখ্যাত শিল্পী বাঁকুড়ার রাম কিন্ধর বেইজ অবলম্বনে দেখি নাই ফিরে একটি উপন্যাস তৈরী করছিলেন । দেশ পত্রিকায় মাত্র কয়েকটি পর্ব প্রকাশের পরেই তাঁর ৬৩ বছরে জীবনাবসান ঘটে । ১৯৮০ সালে তিনি সাহিত্য এ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। কথাশিল্পী সমরেশ বসুর পিতৃদত্ত নাম ছিল সুরথনাথ বসু । জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বিক্রমপুর। পরবর্তী কালে তিনি কলকাতার উপকণ্ঠে নৈহাটিতে বসবাস করতেন। তাঁর জীবনটা ছিল পোড়া মাটির মতো কঠোরে কোমলে মেশানো



সমরেশ বসুর প্রয়াণ দিবস ১২ মার্চ। আজ থেকে কয়েক দশক আগে চলে যাওয়া এই ভিন্ ধারার লেখক আজও পাঠক সমাজে সমাদৃত। তাঁকেই এবার রবিবারের পাতায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।

> —সম্পাদকমগুলী, রবিবারের পাতা, কালান্তর





সাহিত্য ও জীবন যখন অঙ্গাঙ্গি

🔌 টিপু সুলতান

ত্তীত্রশ বছর পরেও শ্লা সাহিত্যে প্রয়াণের তাঁকে নিয়ে নিবন্ধ রচনা করা যায়, কেননা তাঁর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সমরেশ বসু প্রয়াত হয়েছিলেন ১৯৮৮ সালের ১২ মার্চ, শনিবার, মাত্র চৌষট্টি বছর বয়সে (জন্ম ১৯২৪, ১১ ডিসেম্বর)। ভাবনায়, ভাষায়, অনুভবের গভীরতায়, প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বৈচিত্রে চল্লিশের দশকের এই লেখকের বিষয়ে ভাবতে বসলে মনে হয়, কেবল তাঁর সাহিত্যসম্ভার বা সৃষ্টিধারা নয়, তাঁর যাপিত জীবন, জীবনবোধ, অভিজ্ঞতা, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বোধ–বিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আমাদের অনুসন্ধান এখনও শেষ হয়নি। বাংলা সাহিত্যে এবং বাঙালি সাহিত্যিক হিসাবে 'ব্যতিক্রমী' শব্দটা তাঁর ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য ও সুদূরপ্রসারী, যে কোনও মনোযোগী পাঠক তা জানেন। এও ভাবতে হবে যে, তাঁর আত্মপ্রকাশের সময়টিতে বাংলা সাহিত্যের নেহাত বন্ধ্যা যুগ ছিল না। তারাশক্ষর, মানিক রয়েছেন, খ্যাতির শিখরে রয়েছেন বিভূতিভূষণ। আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছাড়াও সাহিত্য পাঠকদের তালিকায় অন্য প্রিয় লেখক–লেখিকা ছিলেন। কিন্তু সমরেশ বসু প্রথম থেকেই এমন একটি জায়গায় দাঁড়াবার উদ্যোগ করেছিলেন, যেখানে 'উত্তরসূরি' শব্দটির ছাপ কোনও ভাবেই তাঁর গায়ে না লাগে। তাঁর বাইশ বছর বয়সের রচনা 'আদাব' থেকে বিয়াল্লিশ বছর পরের শেষ তথা অশেষ, অসমাপ্ত উপন্যাস দেখি নাই ফিরে—এই দীর্ঘ সম্ভার মোটামুটি উল্টে দেখলেই একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যায় পাঠকদের তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আমার কিছু বলার আছে। নেহাত গল্প–উপন্যাস পাঠের আনন্দ দিতে, তিনি কলম হাতে তুলে নেননি। আর সেই কর্ম করতে গিয়েই, ঝুঁকি নিয়েছেন, বিতর্কিত হয়েছেন, সমালোচনার মুখেও পড়েছেন। আটপৌরে, মধ্যবিত্ত, মিষ্টি ভাবনায় তিনি সত্যোচ্চারণকে আড়াল করে রাখেননি, যে কারণে ক্রমশ বোঝা গিয়েছিল, সমরেশ বসু শুধু কল্পনাবিলাস

করতে আসেননি। জীবনে ও যাপনে তাঁর সাহস তো ছিলই, তার সঙ্গেই ছিল প্রবল কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য এবং বহন করার ক্ষমতা। লেখক হওয়ার জন্য আর যা কিছু বোধ, উপলব্ধির সঙ্গেই উল্লিখিত গুণ, তাঁকে ব্যতিক্রমী করে তুলেছিল প্রথম থেকে। অনেক রচনাকারের ক্ষেত্রেই তাঁদের মফস্সলি অথবা শহুরে অভিজ্ঞতা ও জীবনযাপনের সুখী কিংবা স্লান পৌনঃপুনিকতায় যে একঘেয়েমির সুর ধ্বনিত হয় লেখায়, সমরেশ বসু সেখানে মূর্তিমান ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন, এবং তার জন্য শুধু নিন্দা বা প্রশংসা নয়, লেখকজীবনে খেসারতও কম দিতে হয়নি তাঁকে। স্রোতের বিপরীতে যাওয়া, ভাঙা এবং ভাঙতে ভাঙতেই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কারিগর হয়ে স্বীকারোক্তি–বিষয়–প্রজাপতি– উঠে আসা। চার দশকের সামান্য বেশি নিরবচ্ছিন্ন রচনা প্রবাহের দিকে তাকালে বোঝা যায়, বিশেষত উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রায় দশকে-দশকে তিনি দিক বদল করেছেন। আবার নিজস্ব সৃষ্টির শ্রোতধারার মধ্যেই অন্য আবর্ত সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু একই



জায়গায় থেমে থাকেননি। তাঁর প্রথম জীবনের কয়েকটি রচনাতেই গঙ্গার উভয় পারের মানুষের কৃল ভাঙার ইতিহাস আর মাটির মানুষের কলের মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছিল। একই সঙ্গে শ্রমজীবী ও নিমুশ্রেণির মানুষদের সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে উঠেই বাংলা সাহিত্যের আসরে আসন পেতে দিয়েছিলেন। অথচ খুব দ্রুতই বোঝা গিয়েছিল লেখার আখর বদলানোর উদ্যোগ করেছেন সমরেশ। কুন্তমেলায় যাওয়ার সুযোগে যেন আপনসত্তারই আর এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পেলেন। কালকূট-এর জন্ম

হলেও, অমৃতকুন্তের সন্ধানে-তেই পায়ের নীচে মাটি পেলেনে। কিন্তু না, সেই সাফল্যের মাটি আঁকড়ে না থেকেই রচনার বিষয় আর ক্ষেত্র আবার বদলে ফেললেন। গঙ্গায় মাছমারাদের বিচিত্র জীবন, অনিশ্চয়তা, জল আর তার গভীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উঠে আসে যে রুপালি ফসল... সেই দিবারাত্রের বারোমাস্যা সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠে এল সমরেশ বসুর কলমে। অথচ পদ্মানদী, তিতাস, ইছামতী থেকে তাঁর গঙ্গা'–র বিস্তার বয়ে গেলঅন্য (সমুদ্রের) টানে। তার মধ্যেই কখন রচিত হয়েছে বাঘিনী, ত্রিধারা। আর মগ্নচৈতন্যে তখনই যেন লেখক সাহিত্যজীবনে আবার বড় বাঁক নেওয়ার জন্য দম নিচ্ছিলেন। পাতক, নতুন রীতি এক– একটি অঙ্কে আবারও দুর্বার, দুঃসাহসী, অপ্রিয় সত্যভাষী সমরেশ বসু। বোধ হয় অনিবার্য ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে নিজেকেই নতুন করে আবিষ্কার করে চলেছিলেন এক লেখক, যিনি সাহিত্যকে জীবন থেকে আলাদা করেননি। আসলে তাঁর সমস্ত রচনা, সব সাহিত্যকর্ম তাঁর জীবনযাপনের অঙ্গ। তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে তুলত ব্যক্তির বিপন্নতা। নিজের জীবনের সঙ্কটের মধ্যে দিয়েই উপলব্ধি করতেন সেই বিপন্নতা, আর পর্বে–পর্বে তাই প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর রচনায়। তৃতীয় পর্বে টানাপড়েন, খণ্ডিতা, শিকল ছঁডো হাতের খোঁজে কিংবা মহাকালের রথের ঘোড়া আপাতদৃষ্টিতে নতুন পর্বের রচনা মনে হলেও, মগ্ন পাঠক অবশ্যই আবিষ্কার করেন জীবন ও সাহিত্যের বন্ধন সেখানেও শিথিল হয়নি। তাঁর প্রয়াণের টৌত্রিশ বছর পরে এবং জন্মশতবর্ষের মাত্র দু'বছর আগেও তাঁর সেই ফেলে–যাওয়া স্থান পূৰ্ণ হল কি না, এই কথাটিই হয়তো ভাবার। সৃষ্টিকর্মের আবহে–আবেগে– বিতর্কে প্রাণবন্ত করে রাখা বাংলা সাহিত্যের জগতে কম কথা নয়। খুব কৃতী লেখক হলেই তা হয় না, তার জন্য গভীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। এমন এক জন লেখক হতে হয় যিনি নেজের লেখা দিয়েই পাঠকের প্রত্যাশা সমানে নতুন ভাবে

কিছু কথায় কিছু মন্তব্যে ... বি টি রোডের পারে

লকাতার বিস্তীর্ণ
অলিগলির ধার ঘেঁষে বি.
টি. রোড। তবে সে রোডের তা
ঝকঝকে চেহারা নিয়ে এ
উপন্যাস নয়। রোডের ধারে
ব্যাঙের ছাতার মতো গজিযে
ওঠা কিছু বস্তি, তারই মধ্যে
একটি এ উপন্যাসের পটভূমি।
কখনো না শূন্য হওয়া বি. টি.
রোডের ধারে অনেকটা হাতপা
গুটিয়ে, মাথা গুঁজে থাকে যারা,
তাদেরই জীবনগাথা বয়ান করে
এ উপন্যাস।

কালকৃট সমরেশ বসুর
১১২ পৃষ্ঠার এ উপন্যাসে
পরিবেশ ও প্রতিবেশের বর্ণনা
অত্যন্ত খুঁটিনাটি তথ্য ও
উপমাসহ উপস্থাপন করা

হয়েছে। এতে করে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পর পাঠক সেই স্থানটি, আশেপাশের আবহ খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন, অনুভব করতে পারবেন।

কলকাতার একটি ব্যস্ত শহরের একপাশে গড়ে ওঠা জীর্ণ এক বস্তিকে ঘিরে গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে।

সেই বস্তিতে বসবাসরত
কিছু বাসিন্দার জীবন গল্প
তাদের জীবকার গল্প, তাদের
হাসি, কান্না, আনন্দ এবং একটু
বেঁচে থাকার চেম্টার গল্প লেখর
তার সুনিপুণ হাতে লিখে

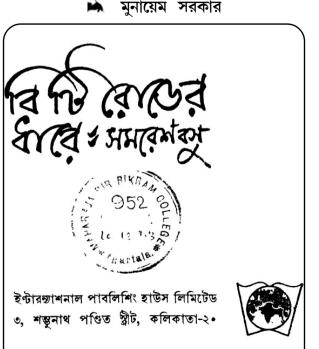
না। এ বইয়ের সার্থক মূল্যায়ণ করার ক্ষমতা আমার মধ্যে আপাতত নেই। হয়তো ভবিষ্যতে কিছু লিখবো। হয়তো।

কষ্ট সহিষ্ণু এক অসাধারণ

ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ।

পাঠক হিসেবে
ব্যাক্তিগতভাবে সামাজিক
উপন্যাস পড়তে বসলে
মাঝেমধ্যে মনে হয়েই থাকে,
বাহ! কি সুন্দর সহজপন্থায়
জটিলতার বহিঃপ্রকাশ করেছেন
লেখক। একটু চেষ্টা করলে কি
আমিও পারবো না?

এই বইটি পড়তে পড়তে, সেই প্রশ্নখানা কড়া নেড়েছে কয়েকবার। দুঃখের কথা, তাদেরকে দোর হতেই বিদেয় দিতে হয়েছে। আমি বদ্ধপরিকর, এ জিনিস সবাই লিখতে পারে না। সমরেশ বসু ওই একটিই ছিলেন, তাকে



অনুকরন করা যায় মাত্র, তবে ওটুকুই। তার চেয়ে বেশি,

আর খালি হাতে সাহিত্যচর্চা

বাতুলতা। হাাঁ, মুক্তি সে পথের, দূর-দূরান্তরের, সব ছাড়ার, সব হারানোর। ...তবু হায়রে মানুষের মন ! যে আকাশটুকু না হলে তোর বাঁচন নেই, সেই আকাশের তলায় তুই আবার গড়িস ঘর, বেঁচে থাকিস রোগ বালাই নিয়ে, ঝড়ে বন্যায় দাঁড়াস বুক দিয়ে, নাড়ি-ছেঁড়া তোর রক্ত বীজের ধন দিয়ে করিস সোহাগ। পৃথিবী ছাড়ালে কি ছাড়িয়ে যাওয়া যায় মানুষকে। আর পৃথিবী জুড়ে আছে পথ, কিন্তু তার ধারে ধারে আছে কোটি ঘর।

আঠারো কিলোমিটার লম্বা বি টি রোড (ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড—ব্যারাকপুর থেকে কলকাতা যাতায়াতের রাস্তা) ছিলো বাংলার শিল্পউদ্যোগের প্রাণকেন্দ্র। একটা সময়, এই মহাসড়কটির দুধারে ছিলো অজস্র বড় বড় কলকারখানা। কারখানার অদূরেই থাকতো শ্রমিকদের বসবাসের বস্তি। পশুরাও সেইসব অম্বাস্থ্যকর বস্তির চেয়ে উত্তম জায়গায় বাস করে। এমনই একটি শ্রীহীন বস্তি এবং সেই বস্তিবাসী ততোধিক শ্রীহীন মানুষদের ঘিরে আবর্তিত হয়েছে এই উপন্যাসের কাহিনি। তবে অনেকের কাছেই শুনেছি—

সমরেশ বসুর লেখকজীবনের শুরুর দিকের রচনা এটি। সম্ভবত এই উপন্যাসটির মাধ্যমেই প্রথম পাঠকপরিচিতি পেয়েছিলেন লেখক। সম্ভাবনা ছিলো অনেক। বিষয়বস্তুর ব্যাপারে লেখকের অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট, বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু অতিনাটকীয়তার উপদ্রবে খুব বিরক্তি উৎপাদিত হয়েছে কারও কারও ... চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ—সবকিছুই চড়াসুরে বাঁধা, যেন সস্তার যাত্রাপালা চলছে। শ্রমিকদের জীবন এবং সংগ্রাম নিয়ে পরবর্তীকালে এর চেয়ে ঢের ভালো উপন্যাস লিখেছেন সমরেশ।

তৈরি করে নিতে পারেন।

কালান্তর

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৫২ সংখ্যা 🗖 ২৭ ফাল্পুন ১৪২৯ 🗖 রবিবার

আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও

পশ্চিমবঙ্গে নীতিহীন ও নৈরাজ্যের তৃণমূল শাসনের একটি দিক সমগ্র ব্যবস্থাটিকে দুর্নীতিতে টইটম্বুর করে ফেলা। সেই হিমশৈলের চড়াটি উদঘাটিত হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের সুবাদে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই ও ইডি কর্তৃক। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত এর ফলাফল কি দাঁড়াবে কেউ জানে না। যেমন ৩৩ হাজার কোটি। টাকার বিগত বিতর্ক সারদা–নারদা সহ দাগী চিটফান্ড কেলেংকারির কোনো আসামীর সাজাও হয়নি, ক্ষতিগ্রস্তরা তাঁদের টাকা ফেরত পাননি। তখন যেমন তা ছিল বাংলা দখলের লালসায় রাজ্য শাসক তৃণমূলকে চাপে রাখতে কেন্দ্রীয় শাসক বিজেপি'র রাজনৈতিক চাল, এবারও তাই হবে না তো! কারণ, ইতিমধ্যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক জয় করে জনজীবনের অপরাপর অংশও নিজ নিজ অধিকারের দাবিতে পথে নেমেছেন, ১০ মার্চের রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের তার জ্বলন্ত উদাহরণ। চাকরিপ্রার্থীরা সব জ্রুকটি উপেক্ষা করে পথ ছাডছেন না। সব মিলিয়ে তৃণমূলের প্রতি মানুষের এই বীতরাগের শূন্যস্থান দখলে হায়নার স্বপ্নে নতুন করে সম্মোহিত বিজেপি শিবির। কিন্তু, সঠিক উদ্যোগ নিতে পারলে যে এই উভয় শক্তির রাহুগ্রাস থেকে বাংলাকে যে মুক্ত করতে মানুষের ঐক্য বাড়ছে সাঘরদীঘি তার প্রমাণ দিল।

কারণ, বাংলার মানুষ প্রকাশ্যেই এ প্রশ্ন তুলছেন যে একই দোষে দুষ্ট বরং আরও বড় আকারে ও মাত্রায় কেলেংকারিতে জড়িতরা দেশের মানুষের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা মেরে বিদেশে পালাতে পারল কিভাবে? যারা দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করে না উল্টে তারসঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত তারা কি করে বাংলাকে দুর্নীতি মুক্ত করবে? প্রধানমন্ত্রী হয়েই মোদি'র সেই কথা তো দেশের মানুষ ভুলে যাননি যে না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা।

আবার, দেশব্যাপী বিরোধী মতকে নিঃশেষ করার খোয়াবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে বেছে বেছে বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে সাজানো মামলায় লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যার সর্বশেষ নিদর্শন আপের মণীশ সিসোদিয়া, টিআরএসের কবিতা, শিবসেনার সঞ্জয় রাউথ, আরজেডি'র লালু–রাবড়ি–পুত্র তেজস্বী। এসবের বিরুদ্ধে সঠিকভাবেই দেশের ৮টি বিরোধী দল একযোগে প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু, নিজ রাজ্যে আনিস হত্যা, বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও নওশাদ সিদ্দিকীকে জেলে পোরা আর যে সরকার ও দলের একাধিক নেতা–মন্ত্রী–প্রশাসনিক কর্তারা দর্নীতিতে জেলে থাকেন সেই দল ও ৮ দলের চিঠিতে সামিল হয় কিকরে? আবার, দাভোলকার-কালবুর্গি-পানসারে-গৌরী-আখলাক–প্যাহলু–নাহিদের হত্যা করে কিকরে বিজেপি বাংলাকে বিরোধী নিঃশেষের সন্ত্রাস মুক্ত করার কথা বলে!

তাই, মোদিদের দ্বারাও যেমন পশ্চিমবাংলার দুর্নীতি মুক্তি ঘটবে না। এরাজ্যের সরকার– প্রশাসন– প্রলিস– গোয়েন্দাদের যোগসাজশে ন্যূনতম নিরপেক্ষতার অভাবে মানুষকে আরো বড় দুর্নীতিবাজ কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অভিমানকে আপাত নিষ্কৃতি হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এবং তার জন্য একমাত্র দায়ী তৃণমূল নামক শক্তিটি। আবার, এই নীতিহীন ও সর্বাঙ্গ ক্লেদাক্ত তৃণমূল দিয়েও বিজেপি'র মতো এতবড় দানবিক শক্তিকে প্রতিরোধ সম্ভব নয়।

বাংলার মানুষ এই বিষয়টি ক্রমে এই দ্বিদলীয় কৌশলটি ধরে ফেলছেন। তাই, মোদি–মমতা দু'জনের ক্ষেত্রেই আজ একটিই কথা প্রযোজ্য। তাহলে : আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও।

বক্সা পাহাড়ে আর পড়াশোনা হবে না

লালসিং ভূজেল

(বক্সা জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দা'র প্রতিবেদন)

৮০০০–এরও বেশি স্কল বন্ধের খবর ফলাও করে বের হলেও কেউ খেয়ালই করলেন না যে ঐ দুর্গম পাহাড়ের মাথার স্কুলগুলি একই অজুহাতে বন্ধ করে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে যেখানে ৩০ বা তার কম শিক্ষার্থী রয়েছে সেগুলো বন্ধ করবার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে একটি নোটিস জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যেসব সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে ছাত্ৰ–ছাত্ৰী সংখ্যা ৩০ কম সেইসব বিদ্যালয়গুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই বন্ধ কেন? এর পেছনে গোপন রহস্য কী? সেগুলো নিয়ে আজ আর নাই বা বললাম. সে

আজ আসুন আমরা আমাদের ঐতিহ্যলালিত, ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত বক্সা পাহাড়ে ঘুরে আসি। বক্সা আমরা যারাই গেছে তারা সান্তালাবাডি চিনি। সান্তালাবাড়ি গ্রামের আগে যেখানে একমাত্র সরকারি বাস গিয়ে থামে সেই জায়গাটি হল ২৯ বস্তি। তার পর হেঁটে বা গাড়িতে সান্তালাবাড়ি গিয়ে মোমো খেয়ে শুরু হবে। সান্তালাবাড়ি আর একটি গ্রাম, তারপর সদরবাজার, ডারাগাওঁ, বক্সাফোর্ট, লাল বাংলা, তাসি গাওঁ। পুবের দিকে খাটালাইন হয়ে লেপচাখা, ওছলুম-ছবির মতো গ্রামগুলো। আবার চুনাভাটি, নামনা, সেওগাওঁ আর আদমা। এই গ্রামগুলো সবকটিই ফরেস্টের ভেতরে। তা সেখানে যারা থাকে তারাও তো জংলী তাই না! সেই গ্রামগুলোর জন্য অল্প কিছু বছর আগে বরাদ্দ হয়েছিল চারটি ছোট ছোট স্কুলের, তার মধ্যে প্রাথমিক ৩টি আর একটি

জনসংখ্যা খুবই কম তাই স্বভাবতই মানুমগুলো তাদের খাবার-দাবার সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ! ছাত্রসংখ্যাও কম। এবারে ছাত্র কীভাবে পাবে, ন্যুনতম চিকিৎসা

লিপুদুয়ার জেলা তথা সংখ্যা ৩০এর নীচে হলে সেই স্কুল কীভাবে পাবে তার ব্যবস্থাই ছিল পশ্চিমবঙ্গের গর্ব বক্সা বন্ধ। তাই সবগুলো স্কুল বন্ধ করে এই পাহাডের এক জ্বলম্ভ সমস্যা দেওয়া হল। তার নোটিস এখনো সোস্যাল মিডিয়ার দৌলতে সবার হাতের মুঠোয়। তা বক্সা পাহাড়ের মাথায় নামনা, সেওগাওঁ, আদমা ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা কি তো ৩০এর বেশি হওয়া সম্ভব? এই সহজ সরল প্রশ্নুটি শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের মাথায় কি আসেনি? তারা ঐ দূর দুরান্তের স্থলগুলির ঝামেলা (?) ঝেড়ে ফেলতেই চাইছেন? আর সবকটি স্কুলই বন্ধ করে দিতে হবে। হায় রে! প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে পড়বার অধিকার ভারতের সংবিধান দিয়েছে, যখন শিশু চাইছেন সব

সেখানে এবার যুক্ত হল তাঁদের থেকেও বঞ্চিত হবে। আসলে কী সবটা মিলে একটা সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য? মানে সবদিকে থেকে বঞ্চিত করে রাখো নিজেরাই জঙ্গল পালিয়ে যায়। তাহলেই অবাধে লুঠ করা যাবে জঙ্গল!! 'বাঘ ছাডা হবে'- সেই ভয় দেখিয়ে, '১০লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে' প্রলোভন দেখিয়েও যখন কাজ হল না তখন কি এ এক অভিনব পন্থা?

আর গত তিনদিনে কোনো মিডিয়াতেই স্থান পায় না এই

যখন প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে পড়বার অধিকার ভারতের সংবিধান দিয়েছে, যখন সবাই চাইছেন সব শিশু বিদ্যালয়মুখী হোক, যখন শিশুদের একটিবেলার খাবার অন্তত নিশ্চিত করতে মিড–ডে মিল চালু করা হয়েছে, তখন একটি বিস্তীর্ণ এলাকার সবকটি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হল। একবারও ভাবলেন না যে ঐ গ্রামগুলির শিশুদের অন্য কোনো বিকল্পই রইল না।

বিদ্যালয়মুখী হোক, যখন শিশুদের একটিবেলার খাবার অন্তত নিশ্চিত করতে মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে, একটি বিস্তীর্ণ এলাকার সবকটি বন্ধ করে দেওয়া হল। একবারও ভাবলেন না যে ঐ গ্রামগুলির শিশুদের অন্য কোনো বিকল্পই রইল না।

ফরেস্ট ভিলেজের মানুষজন যাদের ছাড়া ফরেস্টটাই থাকবে তাদের জন্য বনাধিকার আইন প্রস্তুত হয়েছে। যুক্ত হয়েছে ভারতের সংবিধানে। যদিও তাকে খর্ব করবার জন্যও উঠে পড়ে আপনারা সকলেই জানেন লেগেছে সরকার। তা ঐ বনের

স্কুলগুলির অবলুপ্তির কথা! এই চক্রান্ত কতটা গভীর! হাতে মারো ভাতে মারো সব দিক থেকে মারো ঐ জংলীগুলোকে। এই চাইছেন!

কি.মি.

রাজধানীতে বসে এ নিয়ম করা খুব সহজ যে ৩০ এর কম ছাত্র– ছাত্রীর স্কুলগুলিকে বন্ধ করে দাও। বাস্তব কঠিন সত্যটি তাদের বুঝতে অসুবিখে হতেও পারে, তাহলে স্থানীয় প্রশাসন! তারা একবারও ভাবলেন না? একটি বারও মনে হল না মানুষগুলি কী ভোটের সময় একদিন আগেই টিম পাঠিয়ে ভোট নেবার গ্রামগুলো খুবই ছোট ছোট, মানুষগুলো, ঐ জংলী(?) আশ্রয়স্থল ঐ স্কুলগুলির একটি।

শিক্ষার অধিকার তো প্রতিটি

শিশুরই আছে। তা এবার কোথায় যাবে শিশুগুলি? তাদের কি কোনও বিকল্প ব্যাবস্থা আছে ঐ পাহাডের মাথায়? তাহলে পড়া বন্ধ। শিক্ষা বন্ধ। মিড-ডে মিল বন্ধ। থাক অশিক্ষিত হয়ে। এটাই কি চাইছেন প্রকারান্তরে! আমরা গর্ব করি আমার জেলার. আমার রাজ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির মধ্যে বক্সা পাহাড় একটি। প্রতিবছর সেখানে হাজির হই ১৫ আগস্টের পতাকা ওডাতে (সরকারি খরচে)! কোটি কোটি টাকা খরচ করে (?) হেরিটেজ রিনোভেশনের নামে বক্সা পাহাড় নিয়ে ব্যবসার বুদ্ধি ঠিক জোগাড হয়ে যায় আর বাচ্চাগুলো পড়তে পারবে না, সেটা একবারও মাথায় আসে না? বাঃ কি বিচিত্র ভাবনা !!!

তপশিলী উপজাতির পশ্চিমবঙ্গের তালিকায় ভূটিয়া, টোটো, ডুকপা, টিবেটান, ইয়েলমো এক সারিতে আছে। তার মধ্যে জনজাতির সবচাইতে বেশি মানুষ বাস করেন এই বক্সা পাহাডে। সংখ্যায় তারা কত? ১০০০ বা তার আশপাশে। এদের পাশে কি দাঁড়াবার কথা ছিল না? না ওদের শিক্ষার ন্যুনতম ব্যাবস্থাটুকুও বন্ধ করে দেওয়া হল। তাহলে স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা দপ্তর, আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর কাদের কল্যাণে? কী কাজে ব্যস্ত? পশ্চিমবঙ্গের আর পাঁচটা জেলায় কী হল তা আজকের বিষয় নয়? এই বক্সা পাহাড়ের বিষয়টি একটু অন্যভাবে দেখাই যেত। না তা হল না। ফরমান বেড়িয়ে গেল স্কুল বন্ধ।

এরপর আবার যখন বক্সা পাহাড়ে যাবেন স্ফুর্তি করতে তখন দাঁড়াতে পারবেন তো ঐ মানুষগুলোর সামনে? ওদের বাডিতে আপনার জন্য রান্না করে দিতে বলতে লজ্জা করবে না? আপনার শিশুটির জন্য তৈরি করে দিতে বলবেন ওই না পড়তে পারা নিষ্পাপ শিশুদের? দাঁড়িয়ে নিজেকে এই প্রশ্নগুলিই করুন। যদি উত্তর পান।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য স্মরণে

ভানুদেব দত্ত

কি গোবিন্দ ভট্টাচার্য চলে গেলেন। রাজ্যের একজন প্রথম সারির কবি। সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক কাজকর্মেই তিনি তাঁর জীবনের সবটা দিয়েছেন। স্বভাবগত *फिक फिरा़ वज़्*टे *न*य, *ভদ্র এবং* বিনয়ী। আদ্যন্ত এক রুচিশীল ভদ্র মানুষ। জন্ম খুলনা জেলার মাগুরা গ্রামে ১৯৩০ সালে। তিনি ছিলেন আমার থেকে ৬ বছরের বড। পরিচয় প্রায় ৫০ বছরের কাছাকাছি। গত শতকের সত্তরের দশকে তিনি ভারত সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির একটি শাখা সল্টলেক অঞ্চলে



করেছিলেন, যার সম্পাদক ছিলেন তিনি। পরিচিতির শুরু সেই সময় (थर्करे या जीवत्नत শেষ দिन পर्यन्ड कथन्ड कात्ना সময়ের জन্য ছেদ পড়েনি।

একথা স্বীকার করি যে আমি তাঁর খুবই স্লেহভাজন ছিলাম। কারণটা হয়ত এটাই যে আমারও আদি বাড়ি খুলনা জেলার উত্তরডিহী গ্রামে। তবে আমার জন্মস্থান যশোর জেলায় হওয়ার জন্য কবিবরের মত আমাকেও কপোতাক্ষ নদী বারবার টেনেছে এবং তার শুকিয়ে যাওয়ায় वियक्ष २८.राष्ट्रि। তবে আমার ছেলেবেলা কাটানো বিহারে যার জন্য আদিবাড়ি সম্পর্কে বা কপোতাক্ষর সম্পর্কে আবেগটা ততখানি নয় যতখানি গোবিন্দদার মধ্যে দেখেছি। তাঁর কথায় কপোতাক্ষীর বিষণ্ণ ম্রোতে/ ভাসমান কচুরিপানার পাশে পাশে/ ভেসে চলেছে/ আশ্চর্য/ আমার মায়েরই মুখ।' (মায়ের মুখ) তাঁর এই অনুভব, এই সৃষ্টি—এ **প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন 'সময়-প্রবাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছে।'**

গোবিন্দদাকে কবি হিসাবে সব সময় উচ্চাসনে বসিয়েছি। কবিতার বিষয়, আঙ্গিক, ছন্দ এসব বিষয়ে কোনো দখলই আমার নেই। তবুও বোধগম্যতা এবং প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে তাঁর কবিতা আমাকে আকৃষ্ট করত। আরেকটা কারণ ছিল—সেটা হল তিনি একজন সংস্কৃতিবান সুন্দর মান্য। তিনি কবিতা ছাড়াও গল্প. ভ্রমণকাহিনীও লিখেছেন। একজন সোভিয়েত লেখক আই লাভরেতস্কি কর্তৃক লিখিত ''চে গুয়েভারা'' বই অবলম্বনে তিনি সেই মহান বিপ্লবীর একটি জীবনীপঞ্জীর কাঠামো রচনা করেছিলেন।

গোবিন্দদার স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছিল ২০০৪ সালে। তাঁর নিজের সংগঠন 'কবিতা সীমান্ত'র একজন প্রেরণাদাতা হিসাবে কবির জীবনে নিঃসঙ্গতা নেমে এসেছিল। আর এর শেষ হল দোল পুর্ণিমার দিন। তাই তাঁর কথাতেই বলি 'যতদিন আমার স্ত্রী জীবিত ছিলেন লাবণি আবাসনে আমি অন্য মানুষের সংস্পর্শে থেকে নিঃসঙ্গতা অনুভব করিনি। ... তাঁর অকাল প্রয়াণে আমার নিঃসঙ্গতা সীমাহীন।

রাজনীতির বিষয়ে যদিও তিনি সিপিআই'এর কাছাকাছি ছিলেন তবুও তিনি 'সংবর্তক' পত্রিকার তরফ থেকে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'আমার রাজনৈতিক দৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে জনকল্যাণমুখী। বার্ধক্য না এলে আমি হয়তো সেই পথ থেকে বিচ্যুত হতাম না। ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক সামাজিক সুজনশীলতা আমাকে বহু সাংগঠনিক কাজে লিপ্ত রেখেছে। তবে বামপন্থী রাজনীতি বলে আজ আমি কোনো পক্ষপাতিত্বকে প্রাধান্য দিই না। মানুষ যখন পাশবিকতাকে আশ্রয় করে, তার নাম হিংসা। আমি হিংস্রতার পরিপন্থী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মানুষ একদিন হিংসার বিরুদ্ধে

গোবিন্দ ভট্টাচার্য ছিলেন ইসকাফের একজন পৃষ্ঠপোষক। এর আগে তিনি দীর্ঘকাল রাজ্যের এই সংগঠনের সহ-সভাপতি ছিলেন। যখন দেখা হত বা ফোনে কথা হত, সংগঠনের বিষয়ে খুঁটিনাটি জানতে চাইতেন। বিগত রাজ্য সম্মেলনের জন্য শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন। এমন একজন মানুষের চলে যাওয়াতে অভিভাবকসম একজন মানুষকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগৎ হারালো। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর স্মরণে কয়েকটি কথা বলা এখানেই শেষ করলাম

সকলের প্রিয়

সলিল চক্রবর্তী

মাচ বেলা ১০.৫০-এ চলে গেলেন সল্টলেক বিধাননগরের সাহিত্য, রাজনীতি, সামাজিক জীবনের স্তম্ভস্বরূপ গোবিন্দদা। প্রায় পঞ্চাশ বছর এই উপনগরীতে কাটিয়ে গেলেন এবং এখানকার আলো, জল বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সান্নিধ্যের কারণে যে স্মৃতিগুলি জমা হয়েছে তার কিছু মনে পড়ছে।

এমপি, এমএলএ, কাউন্সিলার বা রাজনৈতিক নেতা না হয়েও তিনি মানুষের স্বাভাবিক নেতা হয়ে উঠেছিলেন। দলমত নির্বিশেষে সকলের গ্রহণযোগ্য এমন কোনও ব্যক্তি বোধহয় বিধাননগরে আর রইলেন না।

১৯৭৪ সালের কথা। বিধান রায় প্রতিষ্ঠিত এই লবণহুদ উপনগরীর আটপৌরে নাম ছিল বালুঘাট। ১৯৭০ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে তৈরি হয়েছিল একটি আবাসন যার নাম 'লাবণী'। মধ্যবিত্ত বাঙালির আবাসনের সমস্যা মেটাতে এটি তৈরি হয়। এখানেই সি-৪/৫ ফ্র্যাট বাড়িতে বাস করতে শুরু করেন গোবিন্দ ভট্টাচার্য এবং তাঁর সহধর্মিনী শোভা। তাঁরা দুজনেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মী। আমাদের কলকাতায় যেতে হলে ভরসা ছিল একমাত্র ৯ নম্বর স্টেট বাস, যেটি মানিকতলা সল্টলেক রুটে যাতায়াত করত। আমরা যারা লাবণীতে থাকতাম তাদের সিএ আইল্যান্ড পর্যন্ত হেঁটে যেতে হত। আর ছিল ৪৪ নম্বর বাস যেটি ছাড়ত বেঙ্গল কেমিক্যালের কাছ থেকে। তখনও সল্টলেক জমে ওঠেনি। লাল কাঁকড় ও কাদামাটি ভেঙে যেতে হত বাস ধরতে। তখন লাবণীর উল্টোদিকে বিদ্যাসাগর আবাসন নামে আর একটি হাউসিং-এর অবস্থান ছিল। কয়েকজন ভদ্রলোক গোবিন্দদার নেতৃত্বে পরিবহণের সমস্যা নিয়ে জনমত তৈরি করতে নামলেন এবং জনমতের চাপে এল ১৪এ নামে একটি বাস চালাবার ব্যবস্থা হল। দরমার বেড়া দিয়ে বিদ্যাসাগর আবাসনের ফুটে একটি বাসস্ট্যান্ড হল। পরে বিধান আবাসনের কাছে স্থায়ীভাবে একটি বাসস্ট্যান্ড হয়। পরবর্তীতে এই বাসস্ট্যান্ড তুলে দেওয়ার চেষ্টা হয়। গোবিন্দদার নেতৃত্বে আবার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হয়। দলমত নির্বিশেষে সব মানুষ সামিল হন। বাসস্ট্যান্ড আর ওঠেনি।

তখন সল্টলেকে সন্ধে হলে রাস্তায় বড় বড় শিয়াল ঘুরত, চারিদিকে ছিল ঝোপঝাড়। এখন যেখানে সেন্ট্রাল পার্ক সেখানে ইন্দোজিডিআর মৈত্রী সমিতির সহযোগিতায় কার্লমার্কসের একটি মূর্তি স্থাপিত হয়। সেই মূর্তি আগাছায় ভরে গিয়েছিল। গোবিন্দদার উদ্যোগে সল্টলেকের তৎকালীন প্রশাসককে দিয়ে মূর্তির চারিপাশ পরিষ্কার করানো হয়। তারপর থেকে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি বিধাননগর শাখা মার্কসের জন্মদিন পালন করত। এই সমিতি রুশ ভাষা শিক্ষার ইস্কুল চালু করে যেটির খুব নাম হয়েছিল। বিপ্লবী কল্পনা যোশী এই সংগঠনের খুব প্রশংসা করেছিলেন। রাজনৈতিক আবর্তে এই সংগঠন এখন আর নেই। গোবিন্দ ভট্টাচার্য বড় কবি ছিলেন। বড় বড় সাহিত্যসভায় যেতেন। কিন্তু রাজনৈতিক কাজকর্মে বিশেষ করে সল্টলেকের কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারে তিনি সতত সক্রিয় ও উৎসাহী ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সহধর্মিনী শোভা ভট্টাচার্য তাঁকে সহযোগিতা করতেন। গোবিন্দদার অসাধারণ সৌজন্যবোধ ছিল, ছিলেন পরোপকারী। সর্বোপরি ছিলেন নিভীক ও মতের ক্ষেত্রে দৃঢ়। অথচ সকলের ভালোবসা অর্জন করেছিলেন। 'রেখাচিত্রম' 'ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে'র সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। রামমোহন नारैद्रिततित সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। तिषार्ভ ग्राञ्च कर्मागती আন্দোলনের তিনি নেতা না হলেও ওই সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন।

গোবিন্দদার মৃত্যুতে বিধাননগরের রাজনৈতিক, সামাজিক আন্দোলনের বড় ক্ষতি হল, কাব্য জগতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

তৃণমূলের ভাওতা যত নগ্ন হচ্ছে মানুষও জাগছে

বিদলা নয়, বদল চাই'— এই এমনকি ব্যক্তি সম্পত্তি এবং পর শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগের যে শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাতা ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়। দিকে রাজ্যের সাধারণ মানুষের এই মুখরোচক স্লোগান দিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর ও শুরু করা রাস্তা তৈরি করা হয় সেখানে করে সেখান থেকেও কমিশন। আরো লজ্জা এবং কেলেঙ্কারির দিন আনতে পান্ত ফুরানোর অবস্থা। অশনী সংকেত–এর কথা বাম নেতৃত্বের উপলব্ধিতে থাকলেও সাধারণ মানুষকে তা বোঝানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। একদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয়– ভীতির সঞ্চার, অপরদিকে নানা প্রলোভনে শাসকদল রাজ্যের বৃহ সফল হয়। তাদের এই মুখোশধারী পরিকল্পনাটি জনগণের সামনে ধীরে ধীরে পরিষ্ফুট হতে থাকে কিন্তু অনেক

বিরোধী বামশক্তি সহ সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় মানুষদের উপর শাসক দলের কমী ও প্রশাসন একযোগ নানা প্রকার চক্রান্ত ও হামলা করতে শুরু করে। তাদের উপর নানা রকম আঘাত শুরু হয়, নানা মিথ্যা স্লোগান এবং সাজানো অভিযোগকে কেন্দ্র করে

শুরু হয়েছিল তৃণমূলের পথ হয়। নির্লজ্জভাবে তাদের এই চলা। এটা যে কতখানি উন্মত্ততায় সাথী হয় পুলিস বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা তা ১১ প্রশাসনও! এছাড়াও বাম কর্মী বছরের শেষ লগ্নে এসে রাজ্যবাসী সমর্থকদের এলাকা ছাড়া করা হাডে হাডে টের পাচ্ছেন! এই এবং মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার অভিযান চলতে থাকে। সংবাদপত্র এবং মিডিয়াকে ভয়–ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে তাদের হস্তগত করে সরকারের পক্ষে কথা বলাতে বাধ্য করা হয়। কোন সংবাদপত্র পড়া যাবে আর কোনটা পড়া যাবে না সে ব্যাপারেও সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়! বিরোধীদের সম্পর্কে সদন্তে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকার কথাও বলা হয়। চারিদিকেই সন্ত্রাস,সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাস! এইভাবে সমস্ত পরিবেশটাকে নিজের অনুকূলে এনে একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় আবহাওয়া তৈরি করা হয়। রাজ্যের ভয়াবহ বেকারত্বের পরিস্থিতিতে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় সরকারের চরম ব্যর্থতা কারও অজ্ঞাত নয়।

সারদা নারদা সহ দাগি শুরু হয় ব্যক্তি আক্রমণ এবং চিটফান্ড কান্ডগুলিতেও হাজার হাজার মানুষকে সর্বশান্ত করার তাদের দলীয় নেতা–কর্মীরাই সব এইসব কাণ্ড কারখানা যখন কথা হল এই যে, তিনি তার এক কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে এমনটাই ঠিক চলছে তখন বিরোধীরা সেই কথা সহচরীর মাধ্যমে এসব লুটপাট করা হয়। একেবারেই নিচু তলা বললেও জনগণের কাছে তার চালিয়েছেন। এইসব তথাকথিত কাটমানির ভিত্তিতে কাজ শুরু হয়ে যায়। সবটাই বেশ নীরবে মুখোশ খুলতে শুরু করে।

কর্মীরা তার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে হবে, এটাই আমাদের আশা। নেয়। লুঠের টাকায় একদিকে থাকেন। এই ছিল তাদের এক এবং অভিন্ন লক্ষ্য। সেখানে 9656 সর্বজনবিদিত!

সর্বস্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ করে দলের মহাসচিব নামে খ্যাত নেতাদের ঘরে জমা হয়েছে লুঠের করে নিঃশব্দে লুট! হাজার হাজার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা, অপর

থেকে উপর তলা পর্যন্ত কমিশন সত্যাসত্য প্রতিষ্ঠা করা খুবই দুরূহ ভদ্রলোকদের মুখোশ আন্তে আন্তে ব্যাপার ছিল।

বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে শুরু হয়ে বেশ ভালোই চলছিল তাদের প্রলুব্ধ করে দালাল লুপ্তনের চক্রের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতিযোগিতায় আন্তে আন্তে লুট করা চলছিল। কিন্তু সে কথা প্রকাশ্যে আসে কয়েক জন যখন দ্বিপদী হিংস্র হায়নার আইনজীবী এবং মহামান্য দল প্রাকৃতিক সম্পদ যথা কয়লা কলকাতা উচ্চ আদালতের গভীর বালি পাথর এইসব লুঠ শুরু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। রাজ্যকে করে, তা বগী হামলাকেও স্লান বাঁচানোর এটা একটা ধাপমাত। করে দেয়। এক্ষেত্রে একশ্রেণির আগামী দিন আরো অনেক কর্মচারীকে হাত করে দলীয় ষড়যন্ত্রের রহস্য উন্মোচন হবেই

দলীয় সম্পদ বৃদ্ধি অপর দিকে মহাসচিব এবং প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী নেতাগণ নিজম্ব ভান্ডার পরিপূর্ণ থেকে শুরু করে অনেক উচ্চ করায় বিশেষ তৎপর হতে শিক্ষিত এবং সমাজের প্রতিষ্ঠিত দলীয় নেতাগণ যেভাবে কুকর্ম করার মাধ্যমে আমাদের শেষ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সেটা আস্তে আন্তে প্রকাশ্যে আসে। একে একে আমাদের অর্থনীতিকে শেষ করবে রথী মহারথীদের গ্রেপ্তার করা শুধু তাই নয় একটা প্রজন্ম বোধ আবহে শুরু হয় শুরু হয়। নেতা মন্ত্রীদের, বিশেষ হয় শেষ হয়ে যেতে বসেছে।

খুলতে থাকে, রাজ্য জুড়ে শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশী, সেখান থেকে উদ্ধার হয় কোটি কোটি হিসাব বহিৰ্ভূত টাকা। নিরবচ্ছিন্নভাবে কালো টাকা উদ্ধারের সেই অভিযান আজও চলেছে। যতদিন এর শেষ প্রান্তে পৌঁছনো না যায় ততদিন পর্যন্ত এই অভিযান চলবে, এটাই আমাদের আশা। অতি সম্প্রতি কুন্তল ঘোষ নামীয় এক তৃণমূলের যুব নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার পর তার কাছ থেকে যে সমস্ত নথিপত্র মা মাটি মানুষের দলের উদ্ধার হয়েছে সেখান থেকে আরো বড় মাথার নাম প্রকাশ্যে আসবে বলেই আশা করা যায়।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে লুট

কর্মসূজন এর পরিবর্তে ভিক্ষার দান দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে বাঙালির মেরুদণ্ড ভাঙার কাজ, অপরদিকে তাদের লুট চালিয়ে যাওয়ার কাজও সমান্তরালভাবে চলছে। এই লুঠ পাটের শেষ সংযোজন তৃণমূলের এক যুবনেতা, হয়তো তার কাছ থেকে কোন বড় মাথার হদিশ পাওয়া যাবে!

দিকে অপর সচেতন হচ্ছেন। বিরোধীদের সংঘবদ্ধতাই এই অপশাসন থেকে পারে। এই অপশাসন থেকে মুক্তির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে ভোট হলে এই হিটলারী শাসন থেকে মুক্তি হতে পারে, তা না হলে আমাদের জন্য আরও দুঃখ কষ্ট অপেক্ষা করছে!

তাই বাংলার সকল শুভবুদ্ধি করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন, যারা এক হয়ে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হয়ে মুক্তির পথ দেখাবেন। অন্যায়ের পরাজয় এবং ন্যায়ের জয় চিরসত্য সুতরাং ১২ মার্চ, ২০২৩ / কলকাতা COMME

তেজস্বী গেলেন সিবিআই দফতরে



ইডির এই অভিযান প্রসঙ্গে লালু প্রসাদ যাদব বলেন, আমার মেযে, ছোট নাতনি ও গর্ভবতী পুত্রবধুকে বসিয়ে রাখা হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছে অভিযান। ফটো ঃ সংগৃহীত

জেরা করতে চায় সিবিআই।

সিবিআইয়ের জেরা এড়ালেন দাবি করা হয়েছে, তল্লাশির সময় বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজম্বী বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীকে দীর্ঘ যাদব। রেলে জমির বিনিময়ে সময় ধরে জেরা করেন ইডির চাকরি দেওয়ার মামলায় তাঁকে গোয়েন্দারা। তিনি অন্তঃসত্ত্বা। দীর্ঘ জেরায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শনিবার দপরে তাঁকে যেতে বলা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল দিল্লিতে সিবিআইয়ের হয়েছে। তেজম্বী স্ত্রীর কাছে সদর দফতরে। সূত্রের খবর, তিনি রয়েছেন। তাই সিবিআই দফতরে যাচ্ছেন না। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আজ যাননি। শুক্রবার তেজস্বীর সিবিআইয়ের ডাকে সাড়া দিলেন দিল্লির বাড়ি ছাড়াও তাঁর তিন না বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী।শুক্রবার বোনের বাড়িতেও হানা দেয় ইডি। তাঁর দিল্লির বাড়িতে একই চার বাড়ি থেকে তারা নগদ ৭০ তল্লাশি চালায় লাখ টাকা, দেড় কেজি সোনা ডিরেক্টরেট। এবং ৯০০ মার্কিন ডলার

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ ফের তেজস্বীর দল আরজেডি সূত্রে বাজেয়াপ্ত করেছে বলে সংস্থা সূত্রের খবর। ২০০৪ থেকে পর্যন্ত লালুপ্রসাদ २००५ রেলমন্ত্রী থাকাকালে রেলে বহু লোককে মন্ত্রীর কোটায় চাকরি দেন। অভিযোগ, চাকরি দেওয়ার বিনিময়ে প্রার্থীদের কাছ থেকে জমি–জায়গা অল্প দামে লিখিয়ে নেওয়া হয়। সেই কেলেঙ্কারিতে লালুপ্রসাদ, তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী, ছোট ছেলে তেজস্বী এবং চার মেয়ের নাম এখনও পর্যন্ত জড়িয়েছে। এই কেলেশ্বারির অভিযোগ নিয়ে জোড়া তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই–ইডি।

লালু পরিবারের ওপর ইডি হানায় গর্জে উঠলেন খাড়গে গণতন্ত্রকে শ্বাসরোধ করে হত্যা

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ ইডি- প্রসাদ যাদব বলেন, আমার এবং ১.৫ কেজি সোনার গয়না সিবিআই–কে অপব্যবহারের মেয়ে, ছোট নাতনি ও গর্ভবতী অভিযোগ মোদি সরকারের বিরুদ্ধে, ইডি দিল্লির নিউ ফ্রেন্ডস কলোনি এলাকার একটি বাড়িতে চালায়। তল্লাশি চলাকালীন সময়ে তেজস্বী যাদব সমযও দেখেছি। আজ আমার নিজে সেখানে হাজির ছিলেন। কন্যা, ছোট নাতনি এবং গর্ভবতী হাজির ইডির এই অভিযান নিয়ে পুত্রবধুকে গর্জে উঠলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।একটি টুইট বিজেপির ইডি ১৫ ঘণ্টা ধরে বার্তায় কংগ্রেস সভাপতি খডগে লিখেছেন, বিরোধী নেতা–নেত্রীর নিমু স্তরে নেমে আমাদের বিরুদ্ধে অপব্যবহার করে গণতন্ত্রকে হত্যা করার জঘন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে মোদি সরকার। পলাতকরা যখন বিরুদ্ধে আমার লড়াই ছিল এবং দেশ থেকে কোটি টাকা নিয়ে ভবিষ্যতেও তা চলবে। আমি পালিয়েছিল তখন মোদি সরকারের সংস্থাগুলো কোথায় ছিল? মোদির বেস্ট ফ্রেন্ড-এর সম্পদ যখন আকাশছোঁয়া তখন রাজনীতির সামনে মাথা নত কেন তদন্ত হয় না? জনগণ এই করবে স্বৈরাচারের যোগ্য জবাব দেবে! খবর,অভিযানের ইডি নগদ ৫৩ ইডির এই অভিযান প্রসঙ্গে লালু লক্ষ টাকা, ৫৪০ গ্রাম সোনা কাছে হস্তান্তর করেছিলেন।

পুত্রবধুকে বসিয়ে রাখা হযেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চলেছে অভিযান। তিনি টুইট করে লিখেছেন, আমরা জরুরি অবস্থার প্রতিশোধমলক মামলায় ইডি-সিবিআই-এর রাজনৈতিক লড়াই করবে?অন্য একটি টুইটে লালু যাদব বলেছেন, সঙ্ঘ এবং বিজেপির তাদের সামনে কখনও মাথা নত করিনি এবং আমার পরিবার ও দলের কেউ আপনাদের নোংরা না। সূত্রের

বাজেয়াপ্ত করেছে। সূত্রের খবর, ইডি দিল্লির নিউ ফ্রেন্ডস কলোনি এলাকার একটি বাড়িতে তল্লাশি চালায় যেখানে তেজস্বী যাদব হাজির ছিলেন। এই বাডির ঠিকানা একে ইনফোসিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি ভিত্তিহীন কোম্পানির নামে। যাদব পরিবার এটিকে তাদের আবাসিক সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করছে বলে বসিয়ে রেখেছে। বিজেপি কি এত অভিযোগ। অভিযোগ লালুপ্রসাদ যাদব রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ইউপিএ-১ সরকারের সম্য কথিত কেলেঙ্কারি হয়েছিল। অভিযোগ রযেছে যে ২০০৪– ২০০৯ সমযকালে ভারতীয় রেলের বিভিন্ন জোনে গ্রুপ ডি– পদে তে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়াগ করা হয়েছিল এবং এর বিনিমযে ় তারা তাদের জমি তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ এবং এ কে ইনফোসিস্টেম লিমিটেডের পরিবারের সদস্যদের

হোলিতে হেনস্থার পরেই ভারত ছেড়েছেন জাপানি মহিলা

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ হোলির দিন জাপানি মহিলাকে হেনস্থার অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিস। অভিযক্তেরা ঘটনার কথা স্বীকারও করে নিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিস। তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এ দিকে. পুলিস জানতে পেরেছে, ওই ঘটনার পর তড়িঘড়ি ভারত ছেডে চলে গিয়েছেন ওই জাপানি মহিলা। সমাজমাধ্যমে হোলির দিন একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যায়. এক জাপানি মহিলাকে ঘিরে ধরে রং মাখাচ্ছেন এক দল যুবক। জোর করে তাঁকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। এক জনকে থাপ্পড়ও মারেন বিদেশিনী। তার পর কোনও রকমে সেখান থেকে পালিয়ে যান। অভিযোগ, মহিলার মাথায় ডিমও ফাটানো হয়েছিল। যদিও মহিলার পরিচয় জানার জন্য জাপান দূতাবাসের সঙ্গে यागायाग करत पिल्ल श्रिलिंग। কিন্তু সেখানে এমন কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। দিল্লি পুলিস স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তদন্ত করে পাহাড়গঞ্জ এলাকা থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে এক নাবালকও। তদন্তের মাধ্যমে পুলিস জানতে পেরেছে, ওই জাপানি মহিলা ভারতে পর্যটক হিসাবে এসেছিলেন। ঘটনার পর বাংলাদেশে চলে গিয়েছেন। দিল্লির মহিলা কমিশন এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে ঘটনায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আর্জি জানিয়ে দিল্লি পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস **मिरि** प्रिक्क श्रु निज्ञ

আন্দোলনের জেরে অগ্নিবীরদের বিএসএফে

সংরক্ষণ চালু করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ অগ্নিপথ প্রকল্পে চার বছর পরে অবসর নেওয়া সেনা অগ্নিবীরদের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি নির্দেশিকায় জানিয়েছে, প্রতি বছর বিএসএফের যে শন্যপদ থাকবে, তার দশ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে অগ্নিবীরদের জন্য। সেনা জওয়ানদের গড বয়স কমাতে গত বছর থেকে অগ্নিপথ প্রকল্প চালু করে নরেন্দ্র মোদি সরকার। যে নিয়মে সেনা জওয়ানদের কেবল চার বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে। তাদের বলা হবে অগ্নিবীর। চার বছরের মেয়াদ শেষে সেই অগ্নিবীরদের মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশ সেনায় যোগ দিতে পারবেন বাকিদের অবসর নিতে হবে। ওই অবসর নেওয়া সেনা জওয়ানদের অনিশ্চিত ভবিষ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে গোড়া থেকেই সরব ছিলেন বিরোধীরা। বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তিতে ছিল বিজেপি এবং কেন্দ্রও। বিজেপি কৈলাস নেতা অগ্রিবীরদের বিজেপি দফতরে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে নিয়োগের কথা বলে বিতৰ্ক বাড়ান। এই অবস্থায় কেন্দ্রের নির্দেশে এগিয়ে আসে একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা।

খেতমজুর থেকে ইউটিউবারের স্বপ্নের

প্রথম গঙ্গাববা প্লেনে ৬২ বছরের

মার্চ হায়দারাবাদ, ৯ খেতে খেটেই খেতেন তিনি। থেকে ভুটা তুলতেন। চাষের জমিতে কাজের সময়ে আকাশ দিয়ে উড়ে যেত প্লেন। ভাবেনইনি কখনও থেকে মাটিটা কেমন লাগে সেটা দেখতে পাবেন তেলেঙ্গানার প্রত্যন্ত অঞ্চলের খেত মজুর ৬২ বছরের বৃদ্ধা মিলিকুরি গঙ্গাব্বা গত কয়েক বছর ধরেই তেলুগু সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। সেই তিনি সম্প্রতি প্লেনে চড়লেন। প্রথম প্লেনে চড়া এক গোঁয়ো বৃদ্ধার যেমন বিস্ময় থাকে তেমনই দেখা গিয়েছে।

বিমানবদতভরে ঢুকে বুঝতে



ফটো ঃ সংগৃহীত

পারছিলেন না কী করতে হবে। এত ঝাঁচকককে জায়গা তিনি দেখেনইনি। সব যেন গুলিয়ে

তারপর যখন প্লেনের সিটে গিয়ে বসলেন তখন যেন আরও বিব্রত গঙ্গাব্বা। শাড়ির

গিয়েই কালঘাম ছুটছিল। সেই গঙ্গাব্বার প্লেনে চড়ার ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল। ভিডিওর নীচে তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। তেলুগু ভাষায় কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর সারল্য, গ্রামীণ জীবন থেকে উঠে আসার এখন পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন দেহাতি ছাপ ভাষার বেড়াজালকে তিনি। গ্রামীণ জীবন নিয়ে তৈরি ভেঙে দিয়েছে। একজন তাঁর ভিডিওর নীচে লিখেছেন, আমি ভাষা

মুশ্ধ করেছে। আমি অপেক্ষা করে খেতমজুর থেকে ইউটিউবার আছি, আমার মাকে কবে প্লেনে হওয়া বৃদ্ধার স্বপ্লের উড়ান। চাপাতে পারব। তিনিও আপনার রূপকথার মতোই!

উপর দিয়ে সিট বেল্ট বাঁধতে মতোই খুশি হবেন। ভিলেজ শো' নামের ইউটিউব চ্যানেলে বেশ কিছু স্কল্প সেই দৈর্ঘ্যের ছবিতে অভিনয় করেছেন গঙ্গাববা। সব মিলিয়ে কয়েক মিলিয়ন মানুষ গঙ্গাব্বার অভিনয় দেখেছেন।

তেলুগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সেসব ছবিতে সহজাত অভিনয় দেখা গিয়েছে এই বৃদ্ধার। বুঝতে তারপর তেলুগু টোলিভিশনের বিগ বসেও দেখা গিয়েছে তাঁকে৷ কিন্তু আপনার সারল্য আমায় এবার গঙ্গাব্বা প্লেনে উঠলেন।

গুজরাতে নেশামুক্তি পিটিয়ে মারা হল রোগীকে

পাইপ দিয়ে প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে কেন্দ্রের এক আবাসিককে খন

ঃ গতমাসে মৃত্যু হয় হার্দিকের। ঘটনা গুজরাতের প্রাথমিকভাবে নেশামুক্তি কেন্দ্রের

আটজন লোক তাঁর হাত–পা অন্যান্য রোগীরাও যেন সতর্ক নেশমুক্তি কেন্দ্রে। প্লাস্টিকের তরফে এই মৃত্যুকে স্থাভাবিক বলে বেঁধে এবং প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে হয়ে যায়। তারাও যদি এমন কিছু চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। একটি মোটা প্লাস্টিকের পাইপ পিটিয়ে নেশামুক্তি কিন্তু মৃতদেহ দেখে পুলিসের দিয়ে তাকে নির্মমভাবে মারধর হবে। সন্দেহ হওয়ায় তদন্তকারীরা ওই করে। এমনকী, এদের মধ্যে করল সেন্টারের ম্যানেজার–সহ কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দু'জন লাইটার দিয়ে পাইপের মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে সাত জন। খুনের ঘটনাটি গত দেখেন। তখনই আসল ঘটনা একটি অংশ পুড়িয়ে তা দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করলেও আসল মাসের। যদিও তা সামনে এসেছে সামনে আসে। কী হয়েছিল মারতে থাকে। তারা যুবকের সত্যি সামনে এসেছে। ম্যানেজার সম্প্রতি। গুজরাতের মেহসানার আসলে? পুলিস সূত্রে খবর, গত গোপনাঙ্গে গরম তরল ঢেলে দেয় সন্দীপ প্যাটেল ছাড়াও এই বাসিন্দা হার্দিক সুথার বিগত ছয় মাসের ১৭ ফেব্রুয়ারি হার্দিক বলে জানা গেছে।তদন্তকারী ঘটনায় আরও সাতজনকে মাস ধরে পাটানের একটি বাথরুমে গিয়ে হাতের কব্জি কেটে পুলিস আধিকারিক জানিয়েছেন, গ্রেফতার করেছে পুলিস। তাদের নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি ছিলেন। ফেলার চেষ্টা করেন। সেই কারণে সুথারকে অন্য রোগীদের সামনে বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা সেখানেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর। সেন্টারের ম্যানেজার সন্দীপ মারধর করা হচ্ছিল কারণ, অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।

প্যাটেল এবং আরও সাত থেকে অভিকযুক্তরা চেয়েছিল, কেন্দ্রের করে, তাহলে তার পরিনাম একই

পুলিস জানিয়েছে, হার্দিকের

প্রধানমন্ত্রা জোশীমঠ

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ বিপর্যয় মোকাবিলায় আরও বেশি করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ থেকে দিল্লিতে বিপর্যয়– ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে দু'দিনের একটি সম্মেলন শুরু হয়েছে। আজ ওই সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় তুরস্কের ভূমিকম্প নিয়ে জোশীমঠের ভয়াবহ প্রাকৃতিক পাহাড় ভেঙে সড়ক বানানো, বিপর্যয় নিয়ে নীরবই রইলেন নদীর জল আটকে জলবিদ্যু মোদি। সম্প্রতি প্রাকৃতিক প্রকল্প বানানোয় স্থিতিস্থাপকতা তথ্যভাগুার গড়ে

বিপর্যয়ের সাক্ষী জোশীমঠ। উত্তরাখণ্ডের নগরোন্নয়নের কারণে পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে জোশীমঠের একাংশ। সেই বিপর্যয় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের চার ধাম প্রকল্প

পরিবেশবিদদের একটি বড় প্রকাশ করলেও, অংশের মতে, কার্যকারণ না দেখে

থেকেছে হারাচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রকৃতি। পাশাপাশি ধস নামছে পাহাড়ে। কিন্তু আজ নজরদারির উপরে জোর দেওয়ার নিজের বক্তব্যে তুরস্কের পরামর্শ দেন। তাঁর কথায় ভূমিকম্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সরব প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে আটকানো হলেও, এড়িয়ে যান জোশীমঠ সম্ভব নয়, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির প্রসঙ্গ। মোদি বলেন, পরম্পরা ও পরিমাণ যাতে কমানো যায় সে প্রযুক্তি আমাদের শক্তি। ওই বিষয়ে আমাদের তপর থাকতে দুইয়ের সমন্বয়ে এমন মডেল তৈরি করতে হবে যা আগাম সতৰ্কবাৰ্তা দিতে সক্ষম হয়।

> তিনি সংবেদনশীল তোলার তৈরিতে।

রিয়েল

ভবিষ্যতের বিপর্যয়ের কথা ভেবে এখন থেকেই উন্নত প্রাকৃতিক ভাবে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে এলাকাগুলির হাসপাতাল–বাড়ি কিংবা রাস্তা

দিলে কাজ হবে না! টাকার বদলে ঘুষ নিয়েই সরকারি দপ্তরে কৃষক

বেঙ্গালুরু, ১১ মার্চ ঃ মোটা টাকা ঘুষ না দিলে কাজ হবে না। এমনই নিদান দিয়েছিলেন সরকারি আধিকারিক। কিন্তু এত টাকা পাবেন কোথায়? তাই নিজের সাধের গরুটিকে নিয়েই সরকারি দপ্তরে হাজির হলেন এক ব্যক্তি। সকাল থেকেই কর্ণাটকের এক পুরসভা অফিসে বেশ ভিড়। তবে সেই ভিড়ে শুধুমাত্র মানুষ নেই। বিশাল দুটো শিং নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গরুও! পাশে দাঁড়িয়ে তার মালিক। কিন্ত হঠা পুরসভার অফিসে গরু নিয়ে কেন এলেন তিনি? প্রশ্ন করায় উত্তর এল, ঘুষ হিসেবে সাধের গরুটিকে নিয়ে এসছেন তিনি। সরকারি দপ্তরে কাজ করাতে গেলেও অনেকেই বিভিন্ন ভোগান্তির শিকার হন। কাজে দেরি হওয়া থেকে আরম্ভ করে মোটা টাকা ঘুষের দাবি, বিভিন্ন কারণেই সমস্যায় প।নে সাধারণ মানুষ। তেমনই সমস্যায় করেন ওই চাষি। কিন্তু তাতেও পড়েছিলেন কর্ণাটকের এক চাষি।



কর্নাটকের সরকারি কাজে ঘূষের জন্য এক গরিব চাষি তার গরুটাকে দান করতে এসেছে সরকারি আধিকারিকের কাছে।

সাফ জানিয়ে দেন, এই কাজের জন্য ২৫ হাজার টাকা ঘুষ নেবেন তিনি।

বহুকষ্টে সেই টাকা জোগাড়ও এখন সমস্যা মেটেনি। অন্য এক সে রাজ্যের হাবেরি জেলার সরকারি অফিসার আরও ২৫ সাভানুর–এ তাঁর বাড়ি। দীর্ঘদিন হাজার টাকা দাবি করেন তাঁর জন্য সরকারি অফিসে ছুটতে করতেই নাজেহাল হয়েছেন। ফের

সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তাই গরু করেছেন অনেকে। তবে সংবাদ নিয়ে এদিন অফিসে হাজির হন মাধ্যমের দাবি, ইতিমধ্যেই এই ছ।িয়ে পডেছে নেটদুনিয়ায়।এক ব্যক্তি ঘটনার ভিডিও নেটদুনিয়ায়

ক্যাপশনে রীতিমতো কটাক্ষ ধরে জমি সংক্রান্ত কিছু কাজের কাছে। প্রথমবারের টাকা জোগাড় করেছেন কর্ণাটক সরকারকে। বাকিরাও সম্পূর্ণ দায়ভার কাজটা করার দায়িত্ব নেন এক নিরুপায় হয়ে নিজের একটা উপর। এমনকি সে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

সরকারি আধিকারিক। কিন্তু তিনি গরুকেই ঘুষ হিসেবে দেওয়ার মুখ্যমন্ত্রীকেও ভিডিওটিতে ট্যাগ ওই অসহায় চাষি। সেই ছবিই ঘটনা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের নজরে এসেছে

এই কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রকাশ কয়েকজন অস আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে কমিশনারের কাছে। অন্যদিকে ওই চাষির সমস্যাও দ্রুত সমাধান হচ্ছিল তাঁকে। অবশেষে তাঁর এত টাকা কোথায় পাবেন? চাপিয়েছেন রাজ্য সরকারের করা হবে বলেই জানিয়েছে

তরুণীকে জন্য হেনস্থা

কালাজাদুর জন্য তরুণীকে লোকজনের শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। স্বামী–সহ সাত জনের বিরুদ্ধে তরুণী নিজেই অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ, জোর তার কাছ থেকে মহারাষ্ট্রের

মার্চ ঃ জেলার। ২৮ বছরের ওই হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, থেকে ঋতুস্রাবের রক্ত আদায় গত বছর আগস্ট মাসে তাঁর থেকে জোর করে ঋতুস্রাবের নেওয়া রক্ত হয়েছে। স্বামী, দেওর, শুশুর, শাশুড়ি, ভাইপো, সকলের বিরুদ্ধেই হেনস্থার অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। ঋতুস্রাবের রক্ত নিয়ে নেওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে মোট হয়েছে। তার পর তা কাজে সাত জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় লাগানো হয়েছে কালাজাদুতে। দণ্ডবিধির ৩৭৭, ৩৫৪, ৪৯৮ অভিযোগপত্রে বীঢ় ধারায় মামলা রুজু করা জানিয়েছেন যে, তাঁর কাছ হয়নি।

তরুণী পুলিসকে জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে তরুণীর বিয়ে করতে পারলে দেওর ৫০ হয়। তারপর থেকেই নাকি হাজার টাকা পাবেন বলে চক্তি তাঁকে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে হেনস্থা শ্বশুরবাড়ির সদস্যেরা। গত বছর অগস্ট মাসে তরুণীর বাবা, ঋতুস্রাবের রক্ত তুলোর আসেন মাধ্যমে বোতলে ভরেন তাঁর দেওর, ভাইপো এবং এক প্রতিবেশীও। এ–ও

হয়েছিল।

শ্বশুরবাড়ি তরুণী। থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করলেও এখনও কাউকে গ্রেফতার করা

(जलाय (जलाय

শাসকদলের পছন্দের মিস্ত্রি দিয়ে বাড়ি না বানানোর জন্য বাধা

কংগ্রেসের কর্মীরা রাজমিস্ত্রিদের থেকেও কাটমানি খেতে চায়। জন্য আবাসের স্লিপই কেড়ে নিলেন শাসকদলের কাউন্সিলরের অনুগামীরা।

কাটোয়ায়

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর

পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ প্রকাশ

দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা

সুনীল মুন্সী

তৃতীয় সংস্করণ

দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের

ইতিহাস অনুসন্ধান

(চতুর্থ খণ্ড)

মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত

দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

দাম : ৪৫০.০০

মনীষা প্ৰকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী

দর্শন

ইতিহাস

ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঃ সুশোভন সরকার

ঃ সুনীল মুন্সী

ঃ তপতী দাশগুপ্ত

ঃ দ. ন. ত্রিফোনভ

ভ. দ. ত্রিফোনভ

ঃ মঞ্জকুমার মজুমদার,

ড. বি. কে. কঙ্গো

ঃ এ. বি. বর্ধন

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

মনীযা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered: Editor: Philip S. Foner

Somenath Lahiri Collected Writings:

in the 19th Century: Satyendranath Pal

Rise of Radicalsm in Bengal

Peasant Movement in India

19th-20th Centuries: Sunil Sen

1920-1947 : Bishan Kr. Gupta

Essays on Indology

Rahula Sankrityayana:

Forests and Tribals: N. G. Basu

Editor. Alaka Chattopadhyaya

Political Movement in Murshidabad

Birth Centenary tribute to Mahapandita

ঃ ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন

ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)

সাহিত্য

রবীন্দ্র সাহিত্য

কাব্যগ্রন্থ

বিজ্ঞান

কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ নিকালাই ইভানভ

দার্শনিক লেনিন

ইতিহাসের ধারা

রামের অযোধ্যা

রবীন্দ্র ভাবনা

নির্বাচিত প্রবন্ধ

দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র

রাসয়নিক মৌল কেমন করে

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের

সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল

ইতিহাস অনুসনন্ধান

CAA, NRC, NPR

(পরিবর্তিত সংস্করণ)

বিজেপির স্বরূপ

মানছি না

ঠিকানা : কলকাতা

সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও

বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য

আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি

মনীযা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি. বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্টিট, কলকাতা -৭৩

90.00

৯०.००

96.00

90.00

\$00.00

200,00

\$60.00

\$60.00

₹60.00

₹60.00

Rs. 55.00

Rs.15.00

Rs. 190.00

Rs. 90.00

Rs. 85.00

Rs. 70.00

Rs. 100.00

এলাকায় ছডিয়েছে। আবাস যোজনার বাড়ি, অন্য রাজমিস্ত্রি দিয়ে শুরু করতেই উপভোক্তার বাড়িতে চড়াও হয় শাসকদলের কর্মীরা। এমনকি আবাস যোজনার অর্ডার স্লিপ কেড়ে নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। পুরসভায় গিয়ে অর্ডার

দিন কাটছে উপভোক্তার।

কাটোয়া পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাগান পাড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য। যদিও অভিযুক্তের বক্তব্য, কোনও অর্ডার স্লিপ কেড়ে নেওয়া হয়নি। কাউন্সিলরের অনুগামী অভিযুক্ত দুই তৃণমূল কর্মী, অন্যজনকে দেখিয়ে পালিয়ে যায় আসল অভিযুক্ত বাবু শেখ। দ্বিতীয় অভিযুক্ত সামিম শেখের সাফাই, মিথ্যা অভিযোগ, কোন অর্ডার স্লিপ কেড়ে নেওয়া হয়নি। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিজন সাহার বক্তব্য, কোনও ওয়ার্ক অর্ডার কেড়ে নেওয়া হয়নি। উপভোক্তা ওয়ার্ক অর্ডার হারিয়ে ফেলে এখন দোষারোপ করছেন। যদিও পুরপ্রধানের বক্তব্য, উপভোক্তার জমিতে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। তাই বাড়ি তৈরির কাজ থমকে। পুরসভার পুরপ্রধান সমীর সাহা বলেন, ওই উপভোক্তাকে ডেকে সব কিছু

মিলছে না আবাস যোজনার বাডি তৈরির টাকা। এখন ভাড়া করা ঝপডি ঘরে দিন কাটিয়ে অর্ডার স্লিপের জন্য হন্যে হয়ে ওয়ার্ড কমিটি থেকে পুরসভা ঘুরে ঘুরে

সারা সারা আরম্ভ গরম থেকে স্বস্তি আক্ষেপ, তাঁরা ধরণের বৃষ্টি

বৃষ্টিতেও মিলল না পূৰ্ব বর্ধমানে

সংবাদদাতা : টানা বেশ কয়েক

মাস ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রায় সর্বত্রই পুকুর, খাল, নদীর জল যেমন শুকিয়ে গেছে তেমনি প্রচন্ড পূৰ্ব বর্ধমান জেলার মানুষের নাভিশ্বাস হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে শুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে ন'টার সময় আউশগ্রাম, ভাতার, গলসী, বর্ধমান, পূর্বস্থলী সহ পূৰ্ব জেলাতেই ঝড় সহ বৃষ্টি আরম্ভ হয় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পূর্বস্থলীর পাটুলি গ্রামের বাসিন্দা কেষ্ট ঘোষের কথায়, গতকাল রাতে যখন হয় ভেবেছিলেন, হয়তো কিছুক্ষণ বৃষ্টি হবে আর কিছুটা হলেও আউশগ্রামের গুসকরা শহরের সিদ্ধেশ্বর মন্ডলের ধরেই বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছিলেন, যদি একটু হত, তাহলে অন্ততপক্ষে গরম থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাওয়া যেত।

উত্তর দিনাজপুরে রক্তাক্ত

দাম ना পেয়ে চাষীরা আলু ফেলে রেখেছেন মাঠে

জলপাইগুড়িতে বন্ডে অনিয়ম নিয়ে ধুক্কুমার

নিজস্ব সংবাদদাতা : আলুর বন্ড দেওয়াকে কেন্দ্র করে তুমুল জলপাইগুড়িতে। শুক্রবার বিকেলে বন্ড বিলিকে কেন্দ্র করে তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় জলপাইগুড়ির বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গরালবাড়ি এলাকায় গঙ্গা কোল্ড স্টোরেজ চত্বরে। জলপাইগুড়িতে যে হিমঘরগুলি রয়েছে, সেগুলিতে শুক্রবার থেকে বন্ড দেওয়া শুরু হয়েছে। সেই নিয়ে গতরাত থেকেই প্রতিটি হিমঘরের বাইরে ভিড় ছিল। গরালবাড়ির গঙ্গা কোল্ড স্টোরেজের চিত্রটাও একইরকম কিন্তু এদিন দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করার পরও বন্ড না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মানুষজন। আগুন ত্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা। হিমঘরের বাইরে দই জায়গায় আগুন স্থালানো

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমঘর চত্বরে গিয়ে পৌঁছয় বিশাল পুলিসবাহিনী। ঘটনাস্থলে পৌছলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন তাঁরা। বিক্ষুব্ধ মানুষজনের একাংশ পুলিসকে লক্ষ্য করে পাথর বৃষ্টি করতে শুরু করেন বলেও প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। কার্যত রণক্ষেত্র তৈরি হয় এলাকায়। বিক্ষোভকারীদের হিমঘর চত্ত্বর থেকে হঠাতে লাঠি পুলিসকর্মীরা। ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের শেলও। শেষে চেষ্টায় বিক্ষোভকারীদের সেখান থেকে সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে

বিক্ষোভকারীরা করছিলেন হিমঘরের বাইরে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বাইরে। একাধিক লাইন তৈরি হয়ে মাঝে একবার প্রশাসনের লোকজন এসে লাইন ঠিকঠাকও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর হঠাৎ তাঁদের চলে যেতে বলা হয় সেখান থেকে। জানানো হয়, আলু বন্ড আজ আর দেওয়া হবে না। যা বভ ছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, এত বড় হিমঘর। ভিতরে পর্যাপ্ত জায়গা। তাহলে বাকি বন্ড গেল কোথায়? আর এই নিয়েই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চাষীরা। এদিকে বিষয়টি নিয়ে পুলিস

জানাচ্ছেন, কিছু মানুষের অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। তাঁরা বলছেন, বন্ডের টোকেন পাননি। আমরা শুনলাম, জায়গা শেষ হয়ে গিয়েছে। ওরা যেতে চাইছিল না. আমরা আন্তে আন্তে দিয়েছি। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। দুই একজন পুলিসকর্মীর গায়ে ঢিল লেগেছে তবে আঘাত গুরুতর নয়। এদিকে পুলিস ঘটনাস্থল থেকে চলে যেতেই ফের হিমঘরে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

ভিন রাজ্যে রফতানি হত। ফলে, মুখ আলু চাষিদের ক্ষতির তবে, হত ভিন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজ্যেও আলুর ফলন ভাল হচ্ছে। তাই রফতানি হচ্ছে না বাংলা থেকে। উদ্বত্ত আলু মাঠেই পচছে। গতবছর আলু চাষিরা প্রতি ৫০ কেজির বস্তা বিক্রি করেছিলেন ৫০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত দামে। কিন্তু এই বছর তার ধারেকাছেও নেই। এই বছর আলু বিক্রি করতে হচ্ছে খুব বেশি হলে প্রতি বস্তা

চাহিদা পূরণের পর সেই আলু তা থেকে এই ৫০ টাকা বাদ দিলে হাতে আসে ২৭৫ টাকা প্রতি বস্তা। যা বর্তমান বাজারদর থেকেও প্রায় ২৫ টাকা কম। কিছুটা লাভের আশা নিয়ে বিঘা প্রতি ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা খরচ করে এবারও আলু চাষ করেছেন হুগলির চাষিরা। কেউ মহাজনদের থেকে ধার– বাকি নিয়ে, কেউ নিজের সঞ্চয়ের পুঁজি থেকে খরচ করে চাষ করেছেন। কিন্তু আলুর ফলন একেবারে তলানিতে। প্রচুর



হাতে আসছে ১০–১২ হাজার

টাকা। ফলে লাভের মুখ দেখা

তো দূরের কথা, ক্ষতির অঙ্ক

সরকারের থেকে সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয়েছে, প্রতি কুইন্টাল

আলু চাষিদের থেকে ৬৫০

টাকায় কেনা হবে। অর্থাৎ প্রতি

৫০ কেজির বস্তায় হিসেব

করলে, সেই আলুর বস্তার বিক্রয়

হচ্ছে, সেখানে সরকার বেশি

কিছুটা বেশি দামেই কিনছে।

আপাতভাবে সরকারের এই দাম

বেশি মনে হলেও এখানে আরও

বেশি ক্ষতি হচ্ছে তাঁদের।

চাষিদের বক্তব্য, সরকারি দরে

আলু বিক্রি করতে হলে জমি

থেকে আলু প্যাকেট জাত করে

হিমঘর পৌঁছে দিতে হবে।

হিমঘর পযন্ত এক বস্তা আলু

প্যাকেট জাত করে পৌঁছে দিতে

হলে আলু বাছাই করে ওজন

করা, বস্তা এবং গাড়ি ভাড়া

মিলিয়ে খরচ পরে ৫০ টাকা।

সরকারের তরফে যে ৩২৫ টাকা

বিক্রয় মূল্য স্থির করা হয়েছে,

চাষিরা

গুনতে গুনতেই

খাচ্ছেন কৃষকরা।

ফটো : সংগৃহীত

ভাঙচুর চালিয়ে আগুন স্থালিয়ে দিয়েছেন উত্তেজত জনতা।

এদিকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আলু চাষিদের অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে বিগত কিছুদিন ধরে। রাস্তায় আলু ফেলে দেওয়া হচ্ছে। চাষিরা বলছেন, তাঁরা আলুর দাম পাচ্ছেন না। সরকারের তরফে চাষিদের থেকে আলু কেনা হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতেও লাভের সিকিভাগও দেখতে পাচ্ছেন না কৃষকরা। চাষিরা দাবি তুলছেন, সরকার আরও দাম বাড়াক আলুর। ক্ষোভে ফুঁসছেন আলুচাষিরা। সবথেকে অসন্তোষ? কোথায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে? কতটা ক্ষতির মুখে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত খোঁজখবর নিলেন টিভি নাইন বাংলার প্রতিনিধিরা। এই রাজ্যে আলুর উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন। যার বেশির ভাগই হুগলি জেলায়। প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হয় হুগলিতে। তার মধ্যে এ রাজ্যে প্রায় ৫৬ লাখ মেট্রিক টন আলু খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাকি এই বিপুল পরিমাণ আলু উদ্বত্ত। আর এখানেই সমস্যা। চাহিদার তলনায় ফলন বেশি। আর সেই

কারণে দাম উঠছে না ফলনের।

২৮০ টাকা থেকে ৩০০ টাকার যেখানে অন্যান্য বছর কাঠা প্রতি মধ্যে। কৃষকরা বলছেন, এক ফলন হয় গড়ে ৫ বস্তা ফলন হত, এই বছর বিঘা আলু চাষ করতে গেলে প্রায় ২৫ হাজার টাকার খরচ। আর সেখানে ফলন বিক্রি করে

কাঠা প্রতি আলুর ফলন হয়েছে কোথাও তিন বস্তা, তো এদিকে বেড়েছে আনুষাঙ্গিক খরচ। এমন কঠিন অবস্থায় মহাজনদের ঋণ শোধ করার জন্য কম দামেই আলু বিক্রি করতে বাধ্য চাষিরা। তাঁরা বলছেন, এতটাই দুর্দশা যে এবারে আলুর দাম না তাঁদের কাছে। রাজ্য সরকারের হুগলি জেলায়। কিন্তু কেন এই মূল্য হয় ৩২৫ টাকা। বাইরে কাছে চাষিদের কাতর আর্তি, যেখানে আল ২৮০–৩০০ টাকায় প্রতি বস্তা বিক্রি করতে অন্তত ৮০০–১০০০ টাকা

> আলুর সহায়ক মূল্য বাড়ানোর দাবিতে সরকারকে দিয়েছেন প্রাদেশিক কৃষক সভার সহ-সভাপতি ভক্তরাম পান। তাঁর বক্তব্য, সরকার যে দাম বেঁধে দিয়েছে, তাতে খরচ উঠবে না চাষিদের। তাঁর দাবি, সরকার ১০০০ টাকা কুইন্টাল প্রতি দাম ধার্য্য করুক।

ব্যবসায়ীরা আলু জানাচ্ছেন, আলুর কুইন্টাল পিছু দাম ৬৫০ টাকার পরিবর্তে ৮০০ টাকা হলে কৃষকরা আরও বেশি উপকৃত হতেন।

আলুর ফলন ভাল হলে, রাজ্যের

তুষার গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গাপুর: পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে ইতিমধ্যেই বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। আছে কয়েকটি মেডিকেল কলেজও। এবার হতে চলেছে একটি সুপার স্পেশালিটি ক্যান্সার হাসপাতাল। ৩০০ থেকে ৩৫০ বেডের এই হাসপাতাল গড়ে তুলছে দুর্গাপুরের বিবেকানন্দ হসপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড। শুক্রবার হাসপাতালটির ভূমি পূজা উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান ছিল। বহু মানুষের উপস্থিতি ছিল এই অনুষ্ঠানে। দু'নম্বর জাতীয় সড়কের ধারেই পলাশডিহা অঞ্চলে প্রস্তাবিত হাসপাতালটি গড়ে উঠছে। বিবেকানন্দ হাসপাতালের সিএমডি সুজিত দত্ত সাংবাদিকদের জানালেন, এটি তার স্বপ্লের প্রজেক্ট। এক একর জায়গার উপর অত্যন্ত আধুনিক মানের ১০ তলা বিল্ডিংটি গড়ে উঠবে। হাসপাতালে থাকবে রেডিওথেরাপি সহ ক্যান্সার চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থাদি। বিদেশ থেকে আনা হবে আধুনিক মানের মেশিনপত্র। থাকবে ডে কেয়ার। রোগীদের পরিবারের থাকার জন্য ব্যবস্থা। ক্যান্সার ছাড়াও মাদার এভ

চাইল্ড হেলথ এর আধুনিক মানের চিকিৎসার ব্যবস্থা উদ্যোগটিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্টজনেরা। তবে বক্তব্য সাধারণ কথা বিবেচনা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যেন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মানবিক দিকটি মাথায় রাখে।



উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া–২ ব্লকের অশোকনগর বিধানসভা এলাকার দিঘড়া হরিদয়াল বিদ্যাপীঠের শিক্ষক–শিক্ষিকারা ডিএ'র দাবিতে ১০ মার্চ ধর্মঘট এবং যৌথ ধর্না মঞ্চের যোগদানের জন্য। শনিবার শাসকদলের কর্মীরা স্কুলে তালা লাগিয়ে দেয়। যদিও তারা প্রচার করে দল নয় অবিভাবকরা তালা দিয়েছেন। তালা দেওয়ার জন্য ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকারা স্কুলে ঢুকতে বাধা পায়। ছবি :- বেঙ্গল নিউজের সৌজনে

অবস্থায় উদ্ধার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তর দিনাজপুরে রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার তৃণমূল নেতা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তাঁর বুকের বাঁদিকে গভীর ক্ষত চিহ্ন ছিল। সেটি কি গুলির ক্ষত? পুলিস জানিয়েছে, কোনও গুলি চলেনি, ছুরিতে আহত হয়েছেন ওই নেতা। কে কেন ছুরি মারল, তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিস। খবর দেওয়া হয় পুলিসে। পুলিস এসে রক্তাক্ত ওই যুবককে উদ্ধার করে। আহত তৃণমূল নেতার নাম, জাকির হোসেন (৩৮)। তিনি উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার ঘিরনিগাঁও অঞ্চলের তৃণমূল যুগ্ম সভাপতি। পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। পরিবারের দাবি, স্থানীয় এক ব্যক্তি জাকিরের কাছে কিছু টাকা পেতেন। বৃহস্পতিবার সেই টাকা না পেয়ে জাকিরকে হুমকি দেন। ঘটনার নেপথ্যে তাঁর হাত রয়েছে বলে অভিযোগ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তৃণমূল নেতাকে প্রথমে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় ভৰ্তি করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এখন তিনি ভর্তি আছেন শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে। ইসলামপুর পুলিস জেলার অতিরিক্ত পুলিস সুপার, কার্তিক মণ্ডল জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দিনকয়েক আগেই তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ইসলামপুরে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, সংঘর্ষের জেরে চলে গুলি–বোমার লড়াইও হয়। সেই বোমার আঘাতে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ সামনে আসে। মৃত সিভিক ভলান্টিয়ার, স্থানীয় তৃণমূল নেতার ভাই বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় যিনি অভিযুক্ত, তিনি তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। থানা ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। জেলা সভাপতি এবং ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল করিম চৌধুরী। এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার থানা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। এই ঘটনায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানহাইয়ালাল আগরওয়াল এবং ব্লক সভাপতি জাকির হোসেনের প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

দুর্গাপুরে এবার সুপার স্পেশালিটি ক্যান্সার হাসপাতাল

থাকবে এই হাসপাতালে। সুজিতবাবুর কথায় আমাদের লক্ষ্য পূর্ব ভারতের সেরা হাসপাতাল হিসেবে এটিকে গড়ে তোলা। প্রায় দেড়শ কোটি টাকার মত খরচ হবে বলে তিনি জানান। আগামী অর্থাৎ ২০২৪–এর পুজোর আগেই হাসপাতালটির প্রাথমিক পর্বের সূচনা হবে বলে তিনি আশা করেন। শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে ক্যান্সার চিকিৎসার একটি হাসপাতাল আছে ইতিমধ্যেই। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে এই রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তবে এটা ঠিকই ক্রমবর্ধমান এই রোগটিকে প্রতিহত করার জন্য অত্যন্ত আধুনিকমানের এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসার সুব্যবস্থা এখনো অপ্রতুল। তাই বিবেকানন্দ হাসপাতালের এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়

১২ মার্চ, ২০২৩ / কলকাতা COMMON!

চিনের প্রধানমন্ত্রী

হিসেবে

দেউলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের

ওয়াশিংটন, ১১ মার্চ ঃ বন্ধ হয়ে গেলো যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বহত্তম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক। গত বুধবার ব্যাংকটির কর্তৃপক্ষ কিছু শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু সেই ঘোষণাই কাল হয়ে দাঁড়ায় ৪০ বছরে পুরোনো ব্যাংকটির জন্য। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় বিনিয়োগকারীরা ব্যাপকহারে জামানত তুলে নেয়, কমে যায় শেয়ারের দরও। আর তাতেই মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুরোপুরি দেউলিয়া হয়ে যায় সিলিকন (এসভিবি)। শুক্রবার (১০ মার্চ) ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকটি বন্ধ করে দিয়ে তাদের সব আমানতের দায় নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। অনুসারে, অর্থনৈতিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বৃহত্তম ব্যাংকের পতন এটি। এর ফলে বিভিন্ন কোম্পানি ও বিনিয়োগকারীদের শত শত ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশক্ষা করা হচ্ছে। এর আগে. ২০০৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন মিউচ্য়াল ব্যাংক যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আর্থিক ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হতো। সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক এসভিপি ফাইন্যান্সিযাল গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। মূলত নতুন ব্যবসা বা স্টার্টআপদের ঋণ দিয়ে থাকে এই ম্যাচিউরিটি



দেউলিয়া হওয়া সিলিকন ভ্যালির বন্ধ দরজার সামনে সর্বস্ব হারানো গ্রাহকদের ভিড়। ফটো ঃ রয়টার্স

ব্যাংক। ডটকমের ফরচুন তথ্যমতে, চার দশকের পুরোনো যুক্তরাষ্ট্রের শতাংশের বেশির স্টার্টআপকে জুগিয়েছে। २०३३ হিসাব অনুযায়ী, ব্যাংকটির আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং পোর্টফোলিওর ৫৬ শতাংশই বা প্রাইভেট ইক্যুইটি এসভিবির আর্থিক প্রোফাইলের মূল চালিকাশক্তিই গ্রাহক তহবিল। ২০২১ সালে ব্যাংকটিতে বিপুল হারে আমানত আসতে শুরু করে। ২০১৯ সালের তাদের ঘরে ৬১ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমানত ছিল। ২০২১ সালে তা বেড়ে ১৮৯ দশমিক ২০ বিলিয়নে পৌঁছায়। তবে আমানত বাড়লেই তো হবে না। ব্যাংকের মূল কাজ ঋণ দেওয়া। এত বেশি মূলধন নিয়েও সেভাবে দ্রুত হারে ঋণ দিতে পারেনি এসভিবি। তবে এমন পরিস্থিতিতে হাতে থাকা মূলধন নষ্ট করতে চায়নি ব্যাংকটি। হোল্ড–টু–

পোর্টফোলিওর এই জন্য আমানতের টাকা দিয়ে মর্টগেজ– ব্যাকড সিকিউরিটিজ (এমবিএস) কিনতে শুরু করে কর্তৃপক্ষ। ওই সময় ৮০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সিকিউরিটিজ ফেলে তারা। এই এমবিএসের প্রায় ৯৭ শতাংশের মেয়াদ ছিল ১০ বছরের বেশি, গড় রিটার্ন ছিল ১ দশমিক ৫৬ শতাংশ।কিন্তু সমস্যা শুরু হয় কিছুদিন পরেই। মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের রিটার্ন কমতে থাক। কারণ বিনিয়োগকারীরা তখন ফেডারেল ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকিহীন বন্ড কেনাতেই বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেখানে প্রায় নিশ্চিত ২ দশমিক ৫ গুণ রিটার্ন পাবেন

ফেডের ক্রমবর্ধমান সুদের হারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই বন্ডের দামও কমতে থাকে। সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের পোর্টফোলিওতে ক্রমেই বা।তে (এইচটিএম) থাকে লোকসান। এমন সময়ে ভ্যালি ব্যাংক।

টাকা জোগাড় করতে শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় তারা। কিন্ত প্রতিক্রিয়ায় বহম্পতিবার ক্যালিফোর্নিয়ায় এসভিবির শেযার দরপতনের সম্মুখীন হয়। তাদের শেয়ারের দর প্রায় ৬০ শতাংশ যায়। আবার, তহবিল সংগ্রহের জন্য সিকিউরিটিজ বিক্রি করতে গিয়েও তারা প্রায় ১ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার লোকসান করে। এ অবস্থায় কোম্পানিগুলো সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক থেকে নিজেদের অর্থ তুলে নিতে শুরু করে। গুরুতর আর্থিক ঘাটতিতে ভূগছে এসভিবি এমন কোম্পানিগুলো অর্থ ফেরত নিতে

গ্রাহকরাও নিজেদের জমা রাখা অর্থ তুলে নেন। এতে কার্যত খালি হয়ে যায় ব্যাংকের ভল্ট। বিশ্লেষকরা বলেছেন, কেবল গুজবের কারণে যে কোনো ব্যাংক ধসে পড়তে পারে, তার বড় উদাহরণ যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রমোদতরিতে রহস্যময় ि प्रित्त अधानमञ्जी शिराद নিৰ্বাচিত হলেন লি কিয়াং 900 **বেজিং, ১১ মার্চ**ঃ লি কিয়াং

নিৰ্বাচিত আনুষ্ঠানিকভাবে হয়েছেন। শনিবার সকালে এক পার্লামেন্ট অধিবেশনে ভোটাভুটির পর তাঁর নির্বাচন চড়ান্ত করা হয়। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াংয়ের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন তিনি। শনিবার পার্লামেন্ট অধিবেশনে সে প্রস্তাবটি পড়ে শোনানো হয়। তাঁর নিয়োগ চূড়ান্ত করতে ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের (পার্লামেন্ট) ২ হাজার ৯০০-এর বেশি প্রতিনিধির মধ্যে ফটো ঃ ইউটিউব ভিডিও থেকে নেওয়া রুবি প্রিন্সেস। ভোট হয়। ৬৩ বছর বয়সী এ নেতা প্রায় সবারই সমর্থন ওয়াশিংটন, ১১ মার্চ যাত্রী ছিলেন ২ হাজার ৮৮১ পেয়েছেন। পার্লামেন্টে স্থাপিত প্রমোদতরি একটি ইলেকট্রনিক স্ক্রিনে দেখা

সম্প্রতি

ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত রুবি

প্রিন্সেস যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর

মধ্যে যাত্রা করেছিল। জাহাজটিতে



নির্বাচিত হওয়ার পর শপথ নেন লি কিয়াং।

গেছে, লি ২ হাজার ৯৩৬ ভোট

ভোটদানে বিরত ছিলেন। ভোট চলার সময় ভেতরে সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। পরে চিনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ লি কিয়াং। চিনের সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকার অঙ্গীকার করেন তিনি।

সেচপাম্প স্টেশনের শ্রমিক কর্মজীবন করেছিলেন লি কিয়াং। এরপর ধীরে ধীরে স্থানীয় সরকার পর্যায়ের বিভিন্ন পদে আসীন হন সাংহাই একসময় কমিউনিস্ট পার্টিকে দিয়েছেন লি কিয়াং। ২০০০–এর দশকের শুরুতে শি জিন পিংয়ের চিফ অব স্টাফ ছিলেন তিনি। সি তখন ঝেজিয়াং–এ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন।

এক বছরের শিশুর মান্তব্ধে যমজের ভ্রূণ

বেজিং, ১১ মার্চ ঃ চিনের সাংহাইয়ে এক বছর বয়সী এক শিশুর মস্তিঙ্কে তাঁরই যমজের ভ্রূণ পাওয়া গেছে। নিউরোলজি সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এমন তথ্য জানা গেছে। এ ধরনের অবস্থা ফেটাস ইন ফেটু নামে পরিচিত। এটি বিরল ঘটনা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মায়ের গর্ভে যমজেরা সংযুক্ত হয়ে যায় এবং একজন হিসেবে বেডে ওঠে।

নিউরোলজি সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, শিশুটির মধ্যে মানসিক বিকাশজনিত সমস্যা দেখা দেওয়ায় এবং তার বড় মাথার কারণে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসকেরা তখন ওই শিশুর মস্তিঙ্কে জীবন্ত ভ্রূণ শনাক্ত করেন। পরে জিনোম পরীক্ষা করে দেখা যায়, ভ্রূণটি ওই শিশুর যমজ।

আইএফএল সায়েন্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে এ ধরনের ঘটনা ঘটে। স্ত্রী ডিম্বাণু ও পুরুষ শুক্রাণু নিষিক্ত হওয়ার পর যে কোষগুলো গড়ে ওঠে, সেগুলো যদি যথাযথভাবে বিভক্ত না হতে পারে, তখনই এমন অবস্থা তৈরি | হয়। তখন একটি ভ্রূণ আরেকটি ব্রুণের আড়ালে চলে যায়। যমজ হ্রূণের কোষ দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকায় আড়ালে চলে যাওয়া হ্রণটি বাড়তে পারে না। তবে রক্ত সরবরাহ থাকায় এ ভ্রূণ জীবন্ত থাকে। এ অবস্থাকে পরজীবী যমজ নামেও ডাকা হয়ে থাকে। এ ধরনের ঘটনা এবারই প্রথম ঘটেনি। মিসরে ১৯৯৭ সালে এক কিশোরের পেটে একটি ভ্ৰূণ শনাক্ত হয়। তখন জানা যায়, ১৬ বছর ধরে জ্রণটি ওই কিশোরের পেটে ছিল। শুধু তা–ই নয়, গত বছরের নভেম্বরে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ২১ দিন বয়সী এক নবজাতকের পাকস্থলী থেকে আটটি জ্রণ সরানো

হয়েছিল।

জন। তাঁদের মধ্যে ২৮৪ জন অসুস্থ হয়ে প।নে। জাহাজে ক্রু সদস্য ছিলেন ১ হাজার ১৫৯ জন। তাঁদের মধ্যে অসুস্থ হন ৩৪ জন।রুবি প্রিন্সেস একাধিকবার খবরের শিরোনাম হয়েছে। ২০২০ সালে করোনা মহামারির শুরুর ভাইরাসটিতে আক্রান্ত কয়েক শ রোগী নিয়ে অস্টেলিয়ায় নোঙর করেছিল জাহাজটি। যুক্তরাষ্ট্রের সেঃটার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই যাত্ৰী এবং ক্রু সদস্যরা বমি ও করেছিল জাহাজটি।

গত মঙ্গলবার পর্যন্ত তাঁদের এ অসুস্থতার কারণ জানা যায়নি। সিডিসি বলছে, যাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকলে ত্ররা জাহাজটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা শুরু করেন। রোগজীবাণু দূর করতেও নেওয়া হয় নানা পদক্ষেপ। পাশাপাশি সিডিসির পরীক্ষা–নিরীক্ষার জন্য যাত্রীদের মলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তবে রুবি প্রিন্সেসের একজন মুখপাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম ইউএসএ টুডেকে জানিয়েছেন, ওই যাত্রীদের অসুস্থতা মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁরা নরোভাইরাস নামের একধরনের জীবাণুতে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত কয়েক মাসে যুক্তরাষ্ট্রে নরোভাইরাসের সংক্রমণ বেডেছে। এর আগেও রুবি প্রিন্সেস একাধিকবার খবরের শিরোনাম হয়েছে। ২০২০ সালে করোনা মহামারির শুরুর দিকে ভাইরাসটিতে আক্রান্ত কয়েক শ রোগী নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় নোঙর

ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন।

38

আঙ্কারা, ১১ মার্চ ঃ আগামী ১৪ মে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ আজ এরদোয়ান শুক্রবার তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে এ নির্বাচনের ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্তের বিষয়টি সই করার পর এরদোয়ান এক ভাষণে বলেন, আগামী ১৪ মে তুরস্ক জাতি তাদের প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট সদস্যদের নির্বাচন করতে ভোট দেবে। গত সপ্তাহে এক ভাষণে এরদোয়ান বলেছিলেন, নির্বাচনের তারিখ ঠিক করতে যা প্রয়োজন তা করা হবে। এদিকে পার্লামেন্টের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টির (সিএইচপি) নেতা কামাল ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

গত সপ্তাহে আরেকজন বিশিষ্ট বিরোধী নেতা মেরাল প্রাথমিকভাবে কিলিচদারোগ্লুর প্রধানমন্ত্রী পদে প্রার্থী বিরোধিতা হওয়ার করেছেন। সাবেক আমলা কিলিচদারোগ্ল, যাকে কেউ কেউ অকার্যকর বলে মনে করেন, তিনি এরদোয়ানকে পরাজিত করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন মেরাল আকসেনা। তবে সোমবার আকসেনার কিলিচদারোগ্লর প্রতি তাঁর সমর্থন জানান। তুরস্কের বিরোধী নেতারা অর্থনৈতিক মন্দা, নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংকৃচিত করার জন্য ৬৮ বছর বয়সী এরদোয়ানকে দায়ী করছেন। তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে এক ব্যক্তির শাসন ব্যবস্থা চালুর অভিযোগ করেছেন। কারণে তাঁর জনপ্রিযতাও কমেছে।

গত মাসে তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির জন্য এরদোয়ান সরকারকে দায়ী করা হচ্ছে। ওই ভূমিকম্পে দেশটিতে ৪৬ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। হাজার হাজার মানুষ তাঁবু আশ্রুকেন্দ্রে আছেন। এরদোয়ান ২০০৩ সাল থেকে তরস্কের ক্ষমতায় আছেন। প্রথম তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আর ২০১৪ সালের আগস্ট থেকে প্রেসিডেন্ট আছেন।২০১৮ এরদোয়ান একটি নতুন শাসনব্যবস্থা চালু করেন। এই ব্যবস্থা দেশটির প্রেসিডেন্টের হাতে বেশির ভাগ ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত করে। প্রেসিডেন্টের পদটি ছিল মূলত আনুষ্ঠানিক পদ। নতুন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন কিলিচদারোগ্লুকে ঘিরে বিরোধীরা তুরস্কের অর্থনৈতিক সংকটের একই দিনে অনুষ্ঠানের নিয়ম করা

জাকার্তা, ১১ মার্চ ঃ ইন্দোনেশিয়ার মেরাপি আগ্লেয়গিরিতে অগ্ল্যুৎপাত শুরু হয়েছে। শনিবার শুরু হওয়া এই উগ্ন্যুৎপাতের ফলে সেখান থেকে গরম ধোঁয়া বেরে হচ্ছে, যা এরই মধ্যে সাত কিলোমিটার স্বল্য যেকোনো দেশের তুলনায় ইন্দোনেশিয়ায় দূর পর্যন্ত পৌঁছেছে। খবর রয়টার্সের।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগ্নেয়গিরিটি ইন্দোনেশিয়ার যোগকর্তার বিশেষ অঞ্চলে অবস্থিত। শনিবার বেলা ১১টার দিকে এটিতে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়। সেখান থেকে লাভা ছড়িয়েছে দেড় কিলোমিটার জাভা প্রদেশে মাউন্ট সেমেরুতে ভয়াবহ অগ্ন্যুপাত পর্যন্ত।এক বিবৃতিতে বিপজ্জনক এলাকায় বাসিন্দাদের সহয়। যাতে প্রায় ৬০ জন নিহত হন। আগ্লেয়গিরিটি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সতর্ক করা হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ৬৭৬ মিটার উপরে কারণ আগ্নেয়গিরির গর্তের তিন থেকে সাত অবস্থিত। মাউন্ট সেমেরু ইন্দোনেশিয়ার প্রায়

সবচেয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরিগুলোর মধ্যে একটি। এটির উচ্চতা দুই হাজার ৯৬৩ মিটার।

প্যাসিফিক রিং অব ফায়ারে মেরাপির অবস্থান। আগ্নেয়গিরির সংখ্যা বেশি। এটিতে সবশেষ উগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল ২০১০ সালে। যাতে ৩৫০ জনের বেশি মানুষ মারা যান।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব কিলমিটার ঝুঁকিপূর্ণ। মেরাপি হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার ১৩০টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরির মধ্যে একটি।

৫০০ বছর আগে ডুবে যাওয়া মসলার সন্ধান জাহাজে

স্টকহোম, ১১ মার্চ ঃ ৫০০ বছরের বেশি সময় আগে সুইডেনের বাল্টিক সাগরে ডুবে গিয়েছিল একটি রয়েল জাহাজ। প্রত্নতত্ত্ববিদরা জানিয়েছেন, ওই জাহাজের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে খুব ভালোভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় কিছু মসলা পাওয়া গেছে। যার মধ্যে রয়েছে মরিচ ও আদা। খবর গাল্ফ নিউজের। ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাজা হ্যান্সের মালিকানাধীন গ্রিবসুভের ধ্বংসাবশেষ ১৪৯৫ সাল থেকে রনেবির উপকুলে পড়ে আছে। মনে করা হয়, আগুন লাগার পর জাহাজটি ডুবে গিয়েছিল। ১৯৬০–এর দশকে ক্রীড়া ডুবুরিদের দ্বারা পুনরায এটি আবিষ্কৃত হয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাহাজটিতে খনন কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। আগের বাল্টিক একটি অদ্ভুত সাগর। হয়েছে।



৫০০ বছর আগে সংরক্ষণ করা এই সেই উদ্ধার হওয়া মশলা। ফটো ঃ সংগহীত

মতো বড় বস্তু উদ্ধার করেছিল। তাপমাত্রা, কম লবণাক্ততা, এখন লুন্ড ইউনিভার্সিটির প্রত্নতাত্ত্বিক বিজ্ঞানী ব্রেন্ডন ফোলির নেতৃত্বে পরিচালিত আছে, ফলে মসলাগুলো সেখানে খননকাৰ্যে পলিতে চাপা পড়া অবস্থায় ভালোভাবে সংরক্ষিত কথা নয়। তাই এই সন্ধানকে অবস্থায় মশলা পাওয়া গেছে। অসাধারণ বলে আখ্যায়িত করা

ডবরিরা ফিগারহেড ও কাঠের এখনে কম অক্সিজেন, কম বাল্টিক অঞ্চলে অনেক জৈব জিনিস ভালভাবে সংরক্ষিত এত ভালোভাবে সংরক্ষিত থাকার

বলখ প্রদেশে বিস্ফোরণ,

বলখ প্রদেশের রাজধানী মাজার – তালিবান কর্মকর্তা বক্তব্য দেওয়ার ই–শরীফে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন নিহত ও অন্তত পাঁচ গণমাধ্যম কর্মী আহত হয়েছেন। শনিবার শহরটিতে গণমাধ্যম কর্মীদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। নিহতের পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

এর আগে বৃহস্পতিবার নিজ কার্যালয়ে বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রদেশটির গভর্নর মৌলভি মোহাম্মদ দাউদ মুজাম্মিল নিহত হন। তার দুদিন পর প্রদেশটিতে পুনরায় একই ধরনের ঘটনা ঘটলো। জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস) আগের হামলার দায় স্বীকার করলেও শনিবারের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি। বলখ পুলিসের মুখপাত্র মো. আসিফ ওয়াজিরি বলেন. এখনো হতাহতের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। তবে আহতদের মধ্যে তিন শিশু রয়েছে। বিস্ফোরণের কারণ সম্পের্কেও তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার হওয়া যায়নি। বিস্ফোরণে আহত আফগান সাংবাদিক

আরিযান আতিফ বলেন, উত্তরাঞ্চলীয় সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে এক পর একদল শিশু গান গাইছিল। ঠিক তখন বিস্ফোরণটি ঘটে। তারপর যে যার মতো করে অনুষ্ঠানস্থল থেকে পালানোর পথ খুঁজতে থাকেন। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে, ২০২১ সালে তালিবান পুনরায় ক্ষমতায় আগে আফগান সাংবাদিকদের নিয়মিত টার্গেট হয়েছিল। এমনকি, অভিযোগ রয়েছে, আইএসের মাধ্যমে বেশ কিছ সাংবাদিকদের

ওপর হামলাও চালানো হয়েছে। তালিবান আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর থেকেই দেশজুড়ে আফগানিস্তানে সহিংসতা কমলেও, অবনতি হয়েছে নিরাপত্তা পরিস্থিতির। এরই মধ্যে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে আইএস। বলা জঙ্গীগোষ্ঠীটি গত বছর থেকেই সরকারের তালিবান কাছে সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবিৰ্ভূত হয়েছে। আফগান বেসামরিক নাগরিকদের পাশাপাশি দেশটিতে অবস্থান করা বিদেশিদের লক্ষ্য করেও

২০২১ সালের আগস্ট থেকে বাডিয়েছে আইএস। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তালিবানের নিরাপত্তা ও সংখ্যালঘু শিয়া বাহিনী সম্প্রদায়ের সদস্যদের টার্গেট করা হচ্ছে।

মধ্য এশিয়ার সঙ্গে আফগান বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র বলখ। নতুন গভর্নর নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত কান্দাহার প্রদেশের গভর্নর অস্থায়ীভাবে বলখ পরিচালনা করবেন বলে জানা



বিস্ফোরণে আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ফটো ঃ এএফপি

খুনে

ওটাওয়া, ১১ মার্চ কানাডার শেষ খুনে তিমি কিসকার মৃত্যু হয়েছে। দেশটির ওন্টারিও প্রদেশের সরকার শুক্রবার রাতে এ খবর জানিয়েছে। কিসকাকে যে থিম পার্কে রাখা হয়েছিল, সেখানেই সে মারা গেছে। দেশটির সলিসিটর (জননিরাপত্তা বিষয়ক) জেনারেল মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ব্রেন্ট রস ই-মেইলে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, মেরিনল্যাভ থিম পার্কে ৯ মার্চ তিমিটির মৃত্যু হয়। পেশাদার ব্যক্তিরা তার



কিসকাকে সবচেয়ে নিঃসঙ্গ তিমি বলেছে প্রাণী অধিকার বিষয়ক দল পিপল ফর দ্য এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অব অ্যানিমেলস (পিইটিএ)। ফটো ঃ টুইটার

শেষকৃত্য করেছেন। ওন্টারিওতে নায়াগ্রা জলপ্রপাতে ম্যারিনল্যান্ড থিম পার্কের অবস্থান।

১৯৭৯ সালে তিমিটি ধরা পড়ে। তিমিটির বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। ম্যারিনল্যান্ড কর্তৃপক্ষ বলছে, সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহে অবনতি কিসকার স্বাস্থ্যের হয়েছিল। থিম পার্কের বরাত দিয়ে স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীবিশেষজ্ঞ দল ও বিশেষজ্ঞেরা কিসকাকে ভালো রাখতে যথেষ্ট ছিলেন। কানাডার স্বেচ্ছাসেবী দল অ্যানিমেল জাস্টিস প্রাণীদের অধিকার নিয়ে

কাজ করে। এই দলটি খুনে তিমির চিকিৎসায় মেরিনল্যান্ডের কোনো অবহেলা আছে কি না, তা তদন্ত

প্রাণী অধিকার বিষয়ক দল পিপল ফর দ্য এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অব অ্যানিমেলস (পিইটিএ) কিসকাকে বিশ্বের সবচেয়ে নিঃসঙ্গ অৰ্কা (খুনে তিমি) বলেছে। কিসকার জীবন ছিল দুঃখের। সাত বছর বয়স হওয়ার আগেই কিসকার পাঁচটি শাবক

গিলের ব্যাটে জবাব দিচ্ছে ভারত

আমেদাবাদ, ১১ মার্চঃ মোতেরায় এমন এক উইকেটে চতুর্থ টেস্ট হচ্ছে, যেখানে সারাক্ষণ ধন্দে থাকছেন ক্যাপ্টেনরা। ধন্দ এই জন্য যে না স্পিনার, না সিমার, কেউ এখানে বুক ঠুকে বলতে পারছে না আমি আছি! এই যখন অবস্থা, তখন নতুন বল নিতে গিয়েও দোনোমনায় অধিনায়করা। রোহিতের বেলায় এটা হয়েছে। স্মিথেরও তাই। শেষমেশ খেলা শেষের কুড়ি মিনিট আগে নতুন বল মিচেল স্টার্কের হাতে দিলেন স্মিথ। তাতে কাজ বিশেষ হয়নি। তবে জরুরি তথ্য হল এই যে, স্মিথ চাইলে আরও ১৪ ওভার আগেই সেটা নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি নেননি।

আসলে শুভমন গিলকে অস্ট্রেলিয়ার ফেরার সুযোগ ছিল। কিন্তু রাস্তাটা বন্ধ করে দেন বিরাট। প্রথমে গুছিয়ে নিলেন নিজেকে। তারপর একট একট করে শট নেওয়া শুরু করলেন আরও বিরাট হতে দেখেই স্মিথ শেষ অস্ত্র হিসাবে হাত বাড়ালেন দিকে। কিন্তু

কোনও ম্যাজিক দেখাতে পারেনি। বিরাট ৫৯ ও জাদেজা ১৬ রানে নট আউট থেকে গেলেন। সারাদিনে উঠল ২৫৩ রান। ভারত ২৮৯/৩। তবে রোহিতরা এখনও ১৯১ রানে পিছিয়ে।

হায়দারাবাদে কিছুদিন আগে

একদিনের ম্যাচে দুশো করে

এসেছেন শুভমন। টি ২০-তেও

একটা সেঞ্চরি করেছেন এই মাঠে। তাঁর একটা টেস্ট সেঞ্চুরি অ্যাডিলেডে। শনিবার নিজের আইপিএল হোম গ্রাউন্ড প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নিলেন পাঞ্জাব ওপেনার। দিনভর ধৈর্য্য আর প্যাশনের নমুনা রাখলেন যবরাজ সিংয়ের পছন্দের ব্যাটার। বাইশ গজে এমন কিছু শট নিলেন যা ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছে। কিন্তু শুভমনের ইনিংসকে দেড়শো পার হতে দিলেন না নাথান লিয়ন। যাঁর বল করতে এসেই উইকেট নেওয়ার অভ্যেস আছে। ভিতরে আসা বল পিছনের পায়ে খেলতে গিয়ে লাইন মিস করেন শুভমন। আর উইকেটের সামনে। ডিআরএস বাঁচাতে পারেনি তাঁকে। ২৩৫ বলে ১২৮ রান। হাততালি দিলেন। ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে এখনও খেলবে কিনা সেটা পরিষ্কার নয়। কিন্তু শুভমনের এই ম্যারাথন ইনিংসের পর আবার চৰ্চায় এসে গেলেন কে এল

রাহুল। বলা হচ্ছে শুভমনের এই ইনিংসের পর তাঁকে আর বসানো যাবে না। তাহলে রোহিতের একদা ডেপুটি ফিরবেন কোথায! নাগপুর ও দিল্লিতে ব্যর্থ হওয়ার পর রোহিতের হয়েছিলেন ব্যাটার। পাঞ্জাব পেলেও মোতেরায় নিজের জায়গাটা কিন্তু সিমেন্ট করে ফেললেন।

পজারার উইকেট হঠা চলে গেল। তাঁর আর শুভমনের জটিতে উঠেছে ১১৩ রান। উইকেটে কিছু নেই আর দু'জনই ওয়েল সেট, এই জায়গায় জুটিটা আরও অনেকটা যাবে বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু টড মারফির বল সামান্য ঘরে পজারার প্যাডে লাগল। তিনি অবশ্য ডিআরএস নিলেন। কিন্তু তাতে দেখা গেল বল পুজারার প্যাডে না লাগলে স্ট্যাম্পেই লাগত। আসলে মারফির বলে একটা

অস্ট্রেলীয়রাও মাঠে দাড়িয়ে লুকোনো ড্রিফট আছে। যেটা ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলছে। ১২১ বলে তিনটি চার সহযোগে ৪২ রান করে গেলেন পূজারা। রোহিত ফিরে যাওয়ার পর ভারতের উপর অস্ট্রেলিয়া যে চেপে বসতে পারেনি সেটা পূজারা আর শুভমনের জন্যই।

> রোহিত কিন্তু পূজারার মতোই বড রানের স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু কুনেম্যানকে যে শট তিনি এক্সট্রা কভারে খেললেন, সেটা সোজা চলে গেল লাবুশানের হাতে। যাওয়ার আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৭ হাজার রান পূর্ণ করে গেলেন ভারত অধিনায়ক। রোহিতকে নিয়ে মোট সাতজন ভারতীয় ব্যাটার এত রান করতে পেরেছেন। কিন্তু বারবার উইকেটে সেট হয়ে যাওয়ার পর আউট হচ্ছেন হিটম্যান। নাগপুরে কঠিন উইকেটে সেঞ্চুরি করেছিলেন। তারপর আর রান নেই রোহিতের ব্যাটে। তবে প্রথম উইকেটে রোহিত আর শুভমন মিলে ৭৫ রান তুলে দিয়েছিলেন। যেটা এই সিরিজে সবথেকে বেশি। দিনের শেষে ভারত যে তিনশোর দরজায়, সেটার ভিত তৈরি হয়ে

শীতকালে ফুটবল বিশ্বকাপ চাইছে না ফিফা

জুরিখ, ১১ মার্চ ঃ কাতারে তিন মাস আগে শেষ হয়েছে ফুটবল বিশ্বকাপ। অন্যান্য বারের প্রথা ভেঙে এ বারের ক্লাব মরসুমের মাঝপথে, শীতকালে বিশ্বকাপের আয়োজন করা হয়েছে। খুব অঘটন না হলে সেই দৃশ্য আর হয়তো দেখা যাবে না। মরসুমের মাঝপথে বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতা ফুটবলারদের শারীরিক ভাবে খুবই ক্ষতি করে, এই মর্মে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাপী ফুটবলারদের সংগঠন ফিফপ্রো। সেখানে সূচি নিয়ে যথেষ্ট কড়া অবস্থান নিয়েছে তারা। ফিফপ্রোর দাবি, অসময়ে বিশ্বকাপ আয়োজন করায় খেলোয়াড়দের শারীরিক এবং মানসিক ক্লান্তির শিকার হতে হয়েছে। বিশ্বকাপের পরেই এই দোহাই দেখিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন ফ্রান্সের রাফায়েল ভারান। তাঁর উদাহরণ দেখিয়ে আয়োজকদের সতর্ক হতে বলা হয়েছে। ফিফপ্রো বলেছে, খেলোয়াড়রাই ফুটবলের প্রাণ। তাদের কথা সবার আগে খেয়াল রাখতে হবে। খেলোয়াড়দের দেখিয়ে ব্যবসা করা যায়। তাদের দেখতেই সমর্থকরা আসে।

ফিফপ্রোর সংযোজন, যদি খেলোয়াড়দের জীবনই বিপন্ন হয়, তাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য চাপের কারণে বিঘ্লিত হয়, তা হলে সেটা সতর্কবার্তাই। ফিফপ্রো স্পষ্ট জানিয়েছে, ২০২২–এর পুনরাবৃত্তি হলে সেটা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি একান্তই মরসুমের মাঝপথে বিশ্বকাপ আয়োজন করতে হয়, তা হলে ফুটবলারদের সেরে ওঠার জন্য সময় দিয়ে সে ভাবেই সূচি তৈরি করতে হবে। অন্তত ৮৬ শতাংশ ফুটবলার ১৪ দিনের বিশ্রাম চান। ১৪ থেকে ২৮ দিনের বিশ্রাম চান ৬১ শতাংশ।

আইপিএলে টানা চতুর্থ হার স্মৃতিদের

মুম্বাই, ১১ মার্চ ঃ উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের প্রথম সংস্করণ বেশ উপভোগ করছেন ক্রিকেট প্রেমীরা। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ চলাকালীন আইপিএলপ্রেমীরা যেমন বিশেষ নজর রাখে পয়েন্ট টেবলের দিকে, তেমনই এ বার থেকে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ চলাকালীন ক্রিকেট ভক্তরা চোখ রাখবে ডব্লিউপিএলের পয়েন্ট ডব্লপিএলের উদ্বোধনী পাঁচটি দল খেলছে। প্রত্যেক ম্যাচে জয়ী দল পায় ২ পয়েন্ট। পাঁচটি দলের মধ্যে গ্রুপের খেলার শেষে একেবারে টুর্নামেন্টের ফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করবে। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে থাকা দলের মধ্যে আরও একটি ম্যাচ হবে। সেই ম্যাচের জয়ী দল ফাইনালে যাবে। আজ, শনিবার, ১১ মার্চ রয়েছে ম্নেহ রানার গুজরাট জায়ান্টস এবং মেগ ল্যানিংয়ের দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ। শুক্রবারে

মুম্বাইয়ের ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে হিলির স্মৃতি মান্ধানার আরসিবিকে হারিয়েছে মেগ ল্যানিংয়ের দিল্লি। এই নিয়ে মেয়েদের আইপিএলে টানা ৪ ম্যাচে হারল আরসিবি।

এখনও অবধি ডব্লিউপিএলে যে ৮টি ম্যাচ হয়েছে তার পর লিগ টেবলের শীর্ষস্থানে রয়েছে হরমনপ্রীত কৌরের মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। মেয়েদের আইপিএলে জয়ের হ্যাটট্রিক করা প্রথম দল মুম্বাই। এমআই-এর নেট রান

রানার দলের বিরুদ্ধে নামবে মেগ न्यानिংয়ের দিল্লি উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের লিগ টেবলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এখনও অবধি ৩টি ম্যাচে খেলে ২টিতে জয় ও ১টিতে হেরেছেন জেমাইমা রডরিগজরা। দিল্লির নেট রান রেট ০.৯৬৫।

শুক্রবার ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে স্মৃতি মান্ধানার আরসিবিকে হারিয়েছে অ্যালিসা

আইপিএলের পয়েন্ট মেয়েদের টেবলের তিন নম্বরে রয়েছে ইউপি। হিলির দলের নেট রান রেট ০.৫০১।

8. ডব্লিউপিএলের পয়েন্ট টেবলের চতুর্থ স্থানে রয়েছে স্নেহ রানার গুজরাট জায়ান্টস। এখনও অবধি মেয়েদের আইপিএলে ৩টি খেলে মাত্র ১টিতেই জিতেছে গুজরাট। টেবলের চার নম্বরে রয়েছে তারা গুজরাটের নেট রান রেট – ২. আজ, শনিবার স্নেহ ২.৩২৭। আজ মেগ ল্যানিংয়ের

দিল্লির মুখোমুখি হবে গুজরাট।

৫. এ বারের উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে স্মৃতি মান্ধানার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের কপালটা খুলছেই না। এখনও অবধি এক পয়েন্টও পায়নি ব্যাঙ্গালোর। আরসিবির নেট রান রেট -২.৬৪৮। ডব্লপিএলের আপাতত ৪ ম্যাচে খেলে ৪টিতেই হেরেছেন এলিস পেরি– সোফি ডিভাইনরা।

হকিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারাল ভারত

রাউরকেলা, ১১ মার্চ ঃ টানটান উত্তেজনার ম্যাচে হকিতে বিশ্ব চ্যান্পিয়ন জার্মানিকে হারাল ভারত। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের আগে অন্তবর্তীকালীন কোচ এবং 'মেকশিফ্ট' দল নিয়ে দুর্দান্ত শুরু করল ভারতীয় দল। কয়েকদিন আগেই ভারতীয় সিনিয়র হকি দলের হেড কোচ হিসেবে শেষ হয়েছে গ্রাহাম রিড যুগ। তারপরেই হকি বিশ্বকাপ চ্যান্পিয়ন জার্মানির বিরুদ্ধে এই জয় নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের পক্ষে সবথেকে স্বস্তির খবর তাদের তারকা ড্যাগ ফ্লিকার হরমনপ্রীত ফর্মে ফিরেছেন। বিশ্বকাপে অত্যন্ত খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরে হরমনপ্রীতের এই ফর্মে ফেরা ভারতীয় দলের জন্য

এদিন টানটান উত্তেজনার ম্যাচ ভারত ৩–২ গোলে জিতেছে। এদিন বিরতির ঠিক আগে ভারতীয় দলের হয়ে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন হরমনপ্রীত। তাঁর 'ট্রেডমার্ক' শটে গোল করেন হরমনপ্রীত। খুব নিচু শটে এদিন গোল করেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের হয়ে সুখজিত সিং দুটি গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

এদিন ভারতের হয়ে গোলে অ্যাসিস্ট করেন জারমানপ্রীত সিং এবং মনপ্রীত সিং। ভারত ৩-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল। এরপরেও দুরন্ত কামব্যাক করে জার্মান দল। হরমনপ্রীত শেষ মুহুর্তে পেনাল্টি স্ট্রোক মিস করলেও ভারতকে ভূগতে হয়নি।

শেষ পর্যন্ত ৩–২ ফলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারতীয় দল। রউরকেল্লাতে মিনি সিরিজে জার্মানি এবং অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ভারতীয় দল। ভারতীয় দলের এই পারফরম্যান্সে নিঃসন্দেহে খুশি হবেন ক্রেগ ফুলটন। এই মিনি সিরিজের পরে ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেবেন তিনি। এদিন অবশ্য ম্যাচে দুরন্ত ডিফেন্স করেছে ভারতীয় দল। জার্মানির মুহুর্মুহু আক্রমণের সামনে ও এদিন ভেঙে পড়েনি ভারতীয় ডিফেন্স। এদিনের জয়ের ফলে প্রো লিগ রাঙ্কিংয়ে ততীয় স্থানে উঠে এল ভারতীয় দল। নিজেদের ৫ ম্যাচের মধ্যে ৩ ম্যাচে জিতেছে ভারতীয় দল। ভারত তাদের পরবর্তী ম্যাচে খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। রবিবার মুখোমুখি হবে দুই দল।

ধোনির শেষ আইপিএল স্মরণীয় করে রাখবে সিএসকে, বিশ্বাস হেডেনের

চেনাই. ১১ মার্চ ঃ আইপিএলের ১৬তম মরশুমই শেষ মহেন্দ্র সিং ধোনির। গত মরশুমেই চেন্নাইয়ের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্র জাদেজার হাতে তুলে দিয়েছিলেন অধিনায়কের আর্মব্যান্ড। কিন্তু সেই গুরুদায়িত্ব সামলাতে ব্যর্থ হন জাদেজা। তাঁর সময়ে মুখ থুবড়ে পড়ে চেন্নাই। অগত্যা দলকে রক্ষা করতে ফের এগিয়ে আসেন ধোনি। নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এমএস। এবারের মেগা টুর্নামেন্টে ধোনিই অধিনায়ক। তবে সিএসকে কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে, নেতৃত্ব কিংবা অবসরের বিষয়ে শেষ কথা বলবেন ধোনিই।

তবে দেওয়াললিখন সবাই পড়েই ফেলেছেন। এবারের আইপিএল– ই ধোনির শেষ টুর্নামেন্ট। আর রাঁচির রাজপুত্রের শেষ টুর্নামেন্ট রাঙিয়ে দিতে চাইবে চেন্নাই সুপার কিংস। এমনটাই মনে করছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ওপেনার ম্যাথ হেডেন। ২০০৮ সালে শুরু হয়েছিল আইপিএল। সেই বছর থেকেই চেন্নাইয়ের অধিনায়ক ধোনি। চারবারের আইপিএল জয়ী অধিনায়ক তিনি। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ওপেনার ম্যাথু হেডেন মনে করছেন, এবারের টুর্নামেন্ট সব দিক থেকেই উদযাপন করুক সিএসকে। এমনভাবে উদযাপন করুক চেন্নাই, যা অতীতে কখনও হয়নি। স্টার ম্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হেডেন বলেছেন, অনন্য উপায়ে এবং বিশেষ ভাবে টুর্নামেন্ট শেষ করতে চাইবে চেন্নাই সুপার কিংস। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দু' বছর আইপিএল থেকে দুরে সরে ছিল সিএসকে। আইপিএলে ফেরার পরেও খেতাব জেতে ওরা। এবারের টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে আইপিএল। মহেন্দ্র সিং ধোনিও নেমে পড়েছেন নেটে। কেমন ফর্মে আছেন ধোনি? সিএসকে–ই বা কেমন খেলবে? উত্তর দেবে সময়। হেডেন বলছেন, এমএস ধোনির এটাই শেষ টুর্নামেন্ট , তাই শেষটাও রাঙিয়ে দিতে চাইবে ধোনি।

সিএসকে–র ঘরের মাঠ চিপক। এই ভেন্যু ধোনির দলের কাছে দুর্গ। আইপিএলের ইতিহাস বলছে, চিপকে সিএসকের রেকর্ড রীতিমতো ঈর্ষণীয়। হেডেন বলছেন, ঘরের মাঠ চিপকে সিএসকে-কে হারানো খুবই কঠিন। ঘরের মাঠে চেন্নাই সুপার কিংসের পারফরম্যান্স দুর্দান্ত।

মেসির জন্য ফুটবলার বিক্রি করে দিতে প্রস্তুত বার্সেলোনা

সালে ১২৫ বছর পূর্ণ করবে বার্সেলোনা। বিশেষ এই বছরে ঘরের ছেলে লিয়োনেল মেসির হাতে আবার ক্লাবের জার্সি তুলে দিতে চায় বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ অধিনায়ককে নিতে দুই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে বিক্রি করে দিতেও রাজি ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

ক্লাবের ১২৫ বছরে মেসিহীন ন্য ক্যাম্প ভাবতে পারছেন না বার্সেলোনা প্রেসিডেন্ট জোয়ান লাপোর্তা। মেসির বাবা এবং তাঁর এজেন্ট জর্জ মেসির সঙ্গে কথা শুরু করেছেন তিনি। ক্লাবের কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন সব রকম চেষ্টা করতে। সমস্যা একটাই। মেসিকে ফিরিয়ে আনার মতো অর্থ নেই ক্লাবের তহবিলে। কম টাকায় কি খেলতে রাজি হবেন মেসি? এই চিন্তায় ঘুম ছুটেছে বার্সেলোনা কর্তাদের। উপায় একটা পেয়েছেন তাঁরা। সেটা হল দুই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে বিক্রি করে দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করার পরিকল্পনা হয়েছে। ন্যাশনালের অন্তত তেমনই দাবি।

প্রথম জন আনসু ফাতি। ২০২১ সালে মেসি ক্লাব ছাড়ার পর বার্সেলোনা অনেক আশা ছিল ফাতিকে নিয়ে। তাঁকে স্পেন হচ্ছে। বার্সোলোনার অ্যাকাডেমিতেই ফুটবলার হিসাবে পরিণত হয়ে নিয়ে কথা শুরু হলেও এখনও



উঠেছেন ২০ বছরের ফাতি। বার্সেলোনার যুব দলে ফাতি যোগ সিনিয়র দলের হয়ে খেলছেন ২০১৯ সাল থেকে। মেসি দলে থাকার সময় অবশ্য প্রথম একাদশে নিয়মিত ছিলেন না তিনি। ফাতিকে নিয়ে আশা ভঙ্গ হয়েছে বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষের। এখনও পর্যন্ত ক্লাবের হয়ে ৬৩ ম্যাচে তরুণ স্ট্রাইকার গোল করেছেন ১৮টি।

দ্বিতীয় জন ব্রাজিলীয় উইঙ্গার রাফিনা। ২০২২ সালে দলে নেওয়া হয় রাফিনাকে। তিনি ২৩টি ম্যাচে ৫টি গোল করেছেন। তাঁর পারফরম্যান্সেও খুব একটা খুশি নন কোচ জাভি হার্নান্দেজ। তাই এই দু'জনকে বিক্রি করে মেসিকে দলে নেওয়ার কথা ভাবছেন বার্সেলোনা

আগামী জুনে প্যারিস সঁ জরমঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হচ্ছে মেসির। প্যারিসের ক্লাবটি মেসিকে রেখে দিতে আগ্রহী। নতুন চুক্তি

ইতিবাচক অগ্রগতি হয়নি। মেসিও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে তেমন কিছু জানাননি। তাই তাঁকে পেতে ঝাঁপাতে চাইছেন বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ। প্রথম ফুটবলার হিসাবে রাফিনাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। তার পর ছেড়ে দেওয়া হতে পারে ফাতিকে। কারণ, মেসি ক্লাব ছাড়ার পর ১০ নম্বর জার্সি ফাতিকে দিয়েছিল বার্সেলোনা। ফাতিকে ছেড়ে দিলে মেসিকে আবার ১০ নম্বর জার্সি ফিরিয়ে দিতেও সমস্যা হবে না। বার্সেলোনা সভাপতিও নাম না করে একটি সাক্ষাৎকারে দলের এক জন উইঙ্গার এবং এক জন তরুণ স্ট্রাইকারকে বিক্রি করে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন মেসির জন্য। তা ছাড়া স্পেনের একাংশ সংবাদ মাধ্যমের দাবি ছিল, শেষ দিকে ফাতির উত্থান নাকি মানতে পারছিলেন না মেসি। সমর্থকদের মধ্যে তরুণ স্ট্রাইকার দ্রুত জনপ্রিয়

হয়ে ওঠায় কিছুটা অসন্তুষ্ট ছিলেন

আর্জেন্টিনার অধিনায়ক।

সেমিফাইনালের প্রথম লেগে মুম্বাইয়ের মাঠে গিয়ে সুনীল ছেত্রীর করা একমাত্র গোলে জিতেছিল বেঙ্গালুরু এফসি। সেই গোলের অল্যাডভান্টেজ নিয়েই রবিবার কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ঘরের মাঠে সেমিফাইনালের ফিরতি পর্বের ম্যাচ খেলতে নামছে বেঙ্গালুরু। তবে সনীলদের জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি মুম্বাই।

এক গোলের সুবিধা থাকলেও মুম্বাই সিটি এফসি–র মতো লিগের সেরা দলের বিরুদ্ধে নামার আগে যথেষ্ট সতর্ক বেঙ্গালুরু শিবির। কারণ, সুনীল, রয় কৃষ্ণরা জানেন মুম্বাই কতটা শক্তিশালী দল। এবারের আইএসএলের এক নম্বর দল হয়ে লিগ–শিল্ড জিতেছে মুম্বাই। গ্রেগ স্টুয়ার্ট, আহমেদ জাহু, ছাংতে, পেরেরা দিয়াজরা যে কোনও মুহুর্তে খেলার রং বদলে দিতে পারেন। লিগে এবার সব থেকে বেশি অল্যাওয়ে ম্যাচ (৮) তাই জিতেছে মুম্বাই। সেমিফাইনালের দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচে বেঙ্গালুরুকে হারানোর ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী মুম্বাই শিবির। দলের ব্রিটিশ কোচ দেস বাকিংহাম ম্যাচের আগের দিন বলেছেন, রবিবারের ম্যাচটা ফাইনালের মতো। মুম্বাই সিটি দ্বিতীয় লেগে জবাব দেবে। প্রথম লেগে সেট পিস ছাড়া বাকি ঠিকঠাক সবকিছু আমরা করেছিলাম।

সুপার কাপের পারফরম্যান্সের পরেই ঠিক হবে ইস্টবেঙ্গল কোচের ভাগ্য

নিজম্ব প্রতিনিধিঃ সুপার কাপই ডেড লাইন ইস্টবেঙ্গল কোচ স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের জন্য। সুপার কাপে মারাত্মক কিছু না ঘটলে স্টিফেনের পরের মরশুমে কোচ থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। মানে, চ্যাম্পিয়ন না হলেও হবে। অন্তত শেষ চারে যেতে পারলেও পরের মরশুমের কোচ হিসেবে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ব্রিটিশ কোচের। কিন্তু সুপার কাপের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে লাল–হলুদ থেকেও বিদায় ঘটবে স্টিফেনের।

আইএসএলে এই মরশুমে দেখে দলের পারফরম্যান্স ইতিমধ্যেই **স্টিফেন** কোচ কনস্ট্যানটাইনের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে দিয়েছেন ক্লাব কর্তারা। এমনকী স্টিফেনের জায়গায় কাকে কোচ করা যায়, তা নিয়েও কিছু কোচের তালিকা দলের ইনভেস্টর ইমামি কর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে ক্লাব। কিন্তু ডার্বির আগে পর্যন্ত স্টিফেনের ব্যাপারে মারাত্মক বিরূপ ছিলেন না ইমামি কর্তারা। কারণ, গত দু'মরশুম থেকে এই মরশুমে স্টিফেনের কোচিংয়ে বেশি সংখ্যায় ম্যাচ জিততে শুরু করেছিল লাল– হলুদ। অপেক্ষা ছিল ডার্বির জন্য।



না পারলেও, যদি আটকে দেওয়া যায় মোহনবাগানকে। তাহলে পরের মরশুমের জন্য রেখে দেওয়া

হবে স্টিফেনকে। কিন্তু ডার্বি হার। সমর্থকদের কোচের বিরুদ্ধে চলে যাওয়া। ক্লাবেরও বিরূপ মনোভাব জানানো, সব মিলিয়ে সব কিছুই আপাতত স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনকে মরশুমের কোচ রাখার বিরুদ্ধে। তব্ও ইমামি কর্তারা এখনই স্টিফেন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, সামনে সুপার কাপ থাকার জন্য। এই মুহুর্তে স্টিফেন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে তা সুপার কাপের আগে দলের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই অপেক্ষা করা হচ্ছে ভাবা হয়েছিল, ডার্বিতে জিততে সুপার কাপের পারফরম্যান্সের

জন্য

আপাতত ইনভেস্টর কর্তাদের যা মনোভাব, তাতে সুপার কাপের শেষ চারে চলে গেলেও স্টিফেনকে পরের মরশুমে রাখার জন্য একটা চেষ্টা করতে পারেন ইনভেস্টর ইমামি কর্তারা। কিন্তু শুরুতেই বিদায় নিলে স্টিফেনের আর থাকার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আর এই সব কারণেই পরের মরশুমের দল নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করলেও, কোচ ঠিক না হওয়ায় এই মুহূর্তে ক্লেটন ছাড়া বিদেশি ফুটবলারের চুক্তির ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারছে না ইস্টবেঙ্গল।

এই মরশুমে দারুণ ফর্মে থাকা ক্লেটনের সঙ্গে লাল–হলুদে আরও এক মরশুমের চুক্তির

সিদ্ধান্তর পিছনে স্টিফেনের কোনও ভূমিকা ছিল না। ক্লাব-ইনভেস্টর দু'পক্ষই চেয়েছে ক্লেটনকে আরও একটা মরশুম রেখে দিতে। কিন্তু বাকি আর কোনও বিদেশির সঙ্গেই চুক্তি বাডানো নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। এমনিতে ক্লাব এবং ইনভেস্টর কোনও পক্ষই ক্লেটন বাদে অন্য কোনও বিদেশিকে পরের মরশুমের জন্য রাখতে আগ্রহী নয়।

পরিকল্পনা হল, মরশুমে বিদেশ থেকে নতুন কোনও ফুটবলার না এনে, আইএসএলে খেলা অন্য কোনও দলের বিদেশির সঙ্গে চুক্তি করা। তবে ডিফেন্ডার ইভান গঞ্জালেস নিয়ে একটা সমস্যা রয়েছে। ইভানের সঙ্গে দুই মরশুমের চুক্তি রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। সেক্ষেত্রে হয় ইভানকে রেখে দিতে হবে, নাহলে পুরো বছরের টাকা মিটিয়ে ছাড়তে হবে। কিন্তু ইভানের ক্ষেত্রে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, নতুন কোচের সঙ্গে আলোচনা না করে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে না ইস্টবেঙ্গলে। এরম বহু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ক্লাব এবং ইনভেস্টর প্রতিনিধিদের নিয়ে যে বোর্ড তৈরি হয়েছে, সেই বোর্ড মিটিং সম্ভবত ২৩ মাৰ্চ হতে

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে স্থপন ব্যানার্জি কর্তৃক ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং এস এস এন্টারপ্রাইজ ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদনা ও রিপোর্টিং : ২২৬৫-০৭৫৬, প্রেস : ২২৪৩-৪৬৭১; ই-মেল : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66